৮ম সংখ্যা

মিলন মেলা

নিবেদিতা
বিশেষ সংখ্যা

বর্ষ-২০১৮

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম

(একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা)

রেজিঃ নং-এস/১এল/৮৬৭৫৭

তেঠিবাড়ী ঃঃ কিসমত বাজকুল ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

www.bajkulunitedforum.com

E-mail : bajkulunitedforum@gmail.com.

মিলন মেলার সাফল্য কামনায়...

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতায়

৭৩ বছরের ধারাবাহিকতা-

কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস- কাঁথি ● পূর্ব মেদিনীপুর ● পিন- ৭২১৪০১

দূরভাষ ঃ (০৩২২০) ২৫৫-০২৩/২৫৫-১৮০/২৫৫-৫৩৬ ● ফ্যাক্স ঃ (০৩২২০)-২৫৯২৯২/২৫৪১৮৯

ho@ccbl.in/ccbltd@gmx.de http://www.ccbl.in

অগ্রগতি ও আস্থার অনন্য নজির

৩১/০৩/২০০৯-এ ৩৭০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে
৩০/০৯/২০১৮-এ আমানত দাঁড়িয়েছে ৯৮৭.৪৮ কোটি টাকায়।

শাখা সমূহ

কাঁথি প্রধান-	(০৩২২০) ২৫৫০২৩	হেঁড়িয়া-	(০৩২২০) ২৭৬২১০	পাঁশকুড়া-	(০৩২২৮) ২৫২৩২৩
	(০৩২২০) ২৫৫১৮০	মঙ্গলামাড়ো-	(০৩২২০) ২৪৯২২২	নন্দকুমার-	(০৩২২৮) ২৭৫৩৩৪
	(০৩২২০) ২৫৫৫৩৬	বেলদা-	(০৩২২৯) ২৫৫২৩৯	বাড়বড়িযা-	(০৩২২৮) ২৫৬৩৭১
রামনগর-	(০৩২২০) ২৬৪২৫১	দুর্গাচক-	(০৩২২৪) ২৭৪১৯৬	বড়বাজার-	(০৩৩) ৬৫৩৫৫৬৭৮
এগরা-	(০৩২২০) ২৪৪২৩৪	মহিষাদল-	(০৩২২৪) ২৪০২৪৯		(০৩৩) ২২৫৭০০০৮
	(০৩২২০) ২৪৫৮৯২	নন্দীগ্রাম-	(০৩২২৪) ২৩২৩১৮	চন্দ্রকোনা রোড-	(০৩২২৭) ২৮২৩৩৩

কোলকাতায় ব্যাঙ্কের নিজস্ব

ওয়েলফেয়ার হোম

বুকিং হেড অফিসসহ সমস্ত শাখা মারফৎ

শ্রী পার্থ প্রতিম পতি, *সম্পাদক* শ্রী চিন্তামনি মণ্ডল, *সহ-সভাপতি* শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, *সভাপতি*

শোক তর্পণ

স্মৃতির পাতায় রইল যাঁরা

দেশ-বিদেশের যে সকল মহান জ্ঞানী-গুণি মানুষ অমৃতলোকে গমন করেছেন, তাঁদের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

দেশরক্ষার কাজে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাজনৈতিক হানাহানি, পথ দূর্ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশসহ তাদের পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

স্মরণকরি সেই সমস্ত বরণ্যে সহৃদয় ব্যক্তিবর্গকে যাঁরা স্বদেশসাধক, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রতারকা, খেলোয়াড় অমৃতলোকে পাড়ি দিয়েছেন।

সর্বোপরি, সকল প্রয়াত মহৎপ্রাণের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায়-

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম-এর
৮ম বর্ষ মিলন মেলার
সকল সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ

दिबेन्दु अधिकारी
DIBYENDU ADHIKARI

सत्यमेव जयते

संसद सदस्य (लोक सभा)
MEMBER OF PARLIAMENT
(LOK SABHA)

M-E-S-S-A-G-E

We are social beings, hungry for frequent social meets and get-togethers. ***Bajkul United Forum****, Tethibari, Kismat Bajkul, Purba Medinipur therefore organizes* ***"Bajkul Milan Mela-O-Pradarshani"*** *in December to herald a brighter tomorrow with renewed fervor, fraternity and intimacy. This year's* ***"Bajkul Milan Mela-O-Pradarshani"*** *from 12th to 23rd December, 2019 is going to offer the people a bouquet of mind-blowing social & cultural programs together with a colourful souvenir.*

Hope the fair will spread warmth of fraternity and aroma of intimacy.

Dibyendu 7/12/19

(Dibyendu Adhikari)

To
Shri Rabin Chandra Mondal
Secretary,
Bajkul United Forum,
Tethibari, Kismat Bajkul,
Purba Medinipur.

NEW DELHI : 69, South Avenue, New Delhi-110011 Ph. No. : 011-23017348
TAMLUK : Barpadumbasan, Tamluk, Purba Medinipur, (W.B.) Ph. No. : 03228-267314
CONTAI : Karkuli, Contai, Purba Medinipur, W.B. Ph. No. : 03220-259053
Mobile No +91-9434005207 E-mail : dibyendu.adhikari27@yahoo.com

Debabrata Das
Sabhadhipati
Purba Medinipur Zilla Parishad

দেবব্রত দাস
সভাধিপতি
পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ

Ref. No. ..... Date .....

Message

I am very glad to learn that Bajkul United Foram is going to organize BAJKUL MILAN MELA-O-PARADASANI on and from 12th to 23rd December, 2018 at Bajkul Milani Mahavidyalaya, Bajkul. I am also very glad to know that this forum is going to publish a colourful Souvenir to co-memorate the auspicious programme.

I wish grand success of all programmes and congratulate all the associate members.

With Best wishes,

(Debabrata Das)
Sabhadhipati
Purba Medinipur Zilla Parishad

Ganapatinagar ☆ Uttar Sonamui ☆ Tamralipta ☆ Purba Medinipur ☆ 721648 ☆ West Bengal
গণপতিনগর ☆ উত্তর সোনামুই ☆ তাম্রলিপ্ত ☆ পূর্ব মেদিনীপুর ☆ ৭২১৬৪৮ ☆ পশ্চিমবঙ্গ
Phone : (03228) - 262662 / 72 / 77 / 78 (Off.), Fax : (03228) - 262673
Mob. : 9800878044, Email : svdzppurbamdn@gmail.com

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DISTRICT MAGISTRATE & COLLECTOR
PURBA MEDINIPUR
TAMRALIPTA
PIN - 721636
Dr. Rashmi Kamal, I.A.S
PHONE : (03228) 263098
FAX : (03228) 263500
e-mail : dmpurb@gmail.com
dmpurb-wb@nic.in

D.O. No. Nil

Dated, the 10 DEC 2018

MESSAGE

It gives me immense pleasure to know that Bajkul United Forum is going to observe an auspicious "Bajkul Milan Mela O Pradarsani on and from 12th December to 23rd December 2018 at Bajkul Milani Mahavidyalaya Campus, Bajkul and a colourful souvenir is going to be published on this auspicious occasion.

I convey my best wishes to all the members of Bajkul United Forum and wish all success to the festival.

Office of the District Magistrate Tamralipta 721636 Purba Medinipur

(Dr. Rashmi Kamal)

To
Secretary
Bajkul United Forum
Tethibari, Kismat Bajkul,
Dist. - Purba Medinipur.

সভাপতির কলমে...

আধুনিক বঙ্গ-সংস্কৃতির আঙ্গিনায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। আর তারই অংশ হিসাবে বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসাবে সামাজিক কাজকর্মের পাশাপাশি কিছুটা আমোদ-প্রমোদ, বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান করে থাকে। মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে সেগুলি উপভোগ ও আস্বাদন করতে ভালোবাসে। মনুষ্য জীবনের আশ্চর্য প্রকাশ হল মেলার বহু বর্ণময় বৈচিত্র্য। যা মহৎ বা সুন্দর সেই সামাজিক সংস্কৃতিকে তার বিকাশ ও নান্দনিকতায় আমাদের প্রয়োজনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের জনজীবনে আশ্চর্য প্রকাশ হল মেলা ও উৎসব। এগুলির মধ্যে উদার মানবিক আবেদন এবং লোকায়ত সমন্বয় সাধন লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ও হিন্দু-মুসলীম, বৌদ্ধ-জৈন-খ্রীস্টান জনগোষ্ঠীর মিলিত প্রয়াসে গড়ে উঠতে দেখা যায় এই মেলা ও উৎসব।

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম বিগত সাত বছর ধরে নানান মানবিক কার্যকলাপের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। পরিবেশ সচেতনতা থেকে, দরিদ্র -নারায়ণের সেবাকার্য থেকে, রক্তদান এর মতো মহৎ কার্য গুলোকে পাথেয় করে সুস্থ -সংস্কৃতির স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। ২০১৮, অষ্টম বর্ষেও বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম তার ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে আগামী দিনের জন্য বাঁচিয়ে বা টিকিয়ে রাখার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, তথা অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই 'সবে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ'- এই সুন্দর ঐক্যের বার্তাকে পাথেয় করে সকলের মিলিত প্রয়াসে একটি সুন্দর সুস্থ-সংস্কৃতির ছাপ বহন করে চলুক আমাদের ফোরাম, এই শুভ প্রয়াসে সবারে করি আহ্বান।

অর্দ্ধেন্দু মাইতি
সভাপতি
বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম

সম্পাদকের কলমে...

বাজকুল ইউনাটেড ফোরাম সরকারী রেজিষ্ট্রীকৃত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। দীর্ঘ সপ্তম বছর অতিক্রান্ত করে অষ্টম বর্ষে পদাপর্ণ করল আমাদের সংস্থা। দীর্ঘ সাতবছর ধরে সংস্থা তার স্বমহিমায় সমস্ত সামাজিক কার্যকলাপের সাথে একাত্ম। বিশেষ করে সুস্থ সংস্কৃতির আঙ্গিনায় মিলন মেলা, খেলাধূলা, শরীরচর্চা, পরিবেশ সচেতনতা, সবুজ প্রকল্পের রূপায়ণ, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা, গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যে সর্বোপরি মানুষের জীবনের প্রয়োজনে রক্তদান শিবিরের মতো নানান মানবিক কার্য করে থাকে সারাবছর ব্যাপী। এর ফলে আঞ্চলিক স্তরে ফোরাম যে মিলন মেলা ও উৎসব আয়োজন করে থাকে তা মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনাকে পরিশীলিত করে। কারণ 'মেলা' মানেই মিলন। সর্বধর্মের মানুষের মিলন, চিন্তা-চেতনার মিলন, পরিশীলিত রুচি সংস্কৃতির মিলন, লোকসংস্কৃতির মিলন, লোকশিল্পের মিলন।

গতানুগতিকতার জীবনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার অন্যতম পরিবেশ হল মেলা ও উৎসব। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন সৃজনশীল প্রতিভাকে বিকশিত করে মিলন মেলা। তাই বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসাবে আঞ্চলিকস্তরে তার মানবিক কার্যগুলো সম্পাদন করে চলেছে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ও সহযোগিতায়। সংস্থার সকল সদস্য ও সদস্যা সহ এলাকাবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় এই মিলন মেলা ও সংস্থার শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক এই প্রত্যাশা রাখি।।

রবীন চন্দ্র মণ্ডল
সম্পাদক
বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম

পত্রিকা সম্পাদকের কলমে...

মেলার মধ্যে মিলনের চিরন্তন প্রতিচ্ছবি সর্বদাই পরিলক্ষিত। মানুষ নিজেকে দেখতে পায় মিলন-প্রাঙ্গণে এসে। উপলব্ধি করে এক শাশ্বত সত্যকে। মানুষে মানুষে সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয়। গ্রাম-বাংলার উদার, নিসর্গ পটভূমিকায় যে মিলন মেলা- এতে শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনই নয়, এ হলো অতীত ইতিহাস ঐতিহ্য ও পরম্পরার সঙ্গে বর্তমানের সেতুবন্ধন।

শিশির শয্যায় যে হেমন্তের বিদায়, তারই কোমল অঙ্গে হিমেল বাতাসের একরাশ দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ভরাশীতের অভ্যুদয়ে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে বাজকুল ইউনাইটেড ফোরামের নিরলস উদ্যোগে আয়োজিত -'মিলন মেলা' হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে অষ্টমবর্ষে পদার্পন করেছে। চিত্তাকর্ষী সাংস্কৃতিক আবহ ও মনোরম বিচিত্রানুষ্ঠান রূপে -রঙে-রসে ও বৈভবে উত্তরোত্তর মেলার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে।

এই পত্রিকায় যাঁরা তাদের কালি-কলম-মন-এর সংযোগ ঘটিয়ে পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ ও সর্বাঙ্গ-সুন্দর করেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। পত্রিকাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসমস্ত সহৃদয় ব্যক্তি বিজ্ঞাপন ও আর্থিক আনুকূল্য দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের প্রতি বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম চিরকৃতজ্ঞ। সর্বোপরি, পত্রিকাটি বর্ণ সংস্থাপন ও দ্রুত প্রকাশের ক্ষেত্রে মোনালিসা ডি.টি.পি. সেন্টার-এর কর্ণধার সুখেন্দু মাইতিকেও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। মেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, সহযোগিতায় ও শুভাগমনে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও মেলা প্রাঙ্গণ সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে গড়ে উঠুক-এই প্রত্যাশা করি।

স্বরাজ কুমার করণ
পত্রিকা সম্পাদক
বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম

মিলন মেলার সার্বিক শুভ কামনায়...

কাজলাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি

পোস্ট-কাজলাগড় ❁ পূর্ব মেদিনীপুর

"হারি জিতি নাহি লাজ"

মানুষের জন্য করতে চাই কাজ।- ইন্দিরা আবাস যোজনা, সহায় প্রকল্প, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প, জাতীয় সামাজিক সহয়াতা কর্মসূচীর অর্ন্তগত ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য জনিত অবসর ভাতা প্রকল্প, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প, জননী সুরক্ষা যোজনা প্রকল্পের সাথে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, সকলের জন্য শিক্ষা, সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী রূপায়ণে আমরা ব্যস্ত ও ব্রতী। সবারে করি আহ্বান-

কমলাকান্ত কর
উপ-প্রধান

জয়ীতা জানা
প্রধান

সকল সদস্য-সদস্যা ও কর্মচারীবৃন্দ

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরামের সদস্যবৃন্দ

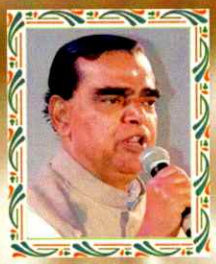

অর্দ্ধেন্দু মাইতি(বিধায়ক)
সভাপতি

ডাঃ দেবাশিস সামন্ত
সহ-সভাপতি

রবীনচন্দ্র মণ্ডল
সম্পাদক

শঙ্খবরণ হুতাইত
সহ-সম্পাদক

চন্দন নাজির
কোষাধ্যক্ষ

অরুণ কুমার দাস

বিজন সামন্ত

সুমিত বেরা

শক্তিপদ দাস

রামকৃষ্ণ মণ্ডল

মানস কুমার বেরা

স্বরাজ করণ

সুবিনয় মাইতি

নির্মলেন্দু দাস

চন্দন কর

ডঃ নিথররঞ্জন মধু

নাড়ুগোপাল মান্না

ডঃ পীযুষকান্তি দন্ডপাট

বাবলু মণ্ডল

শান্তনু কর

রাজকমল দাস

অচিন্ত্য শাসমল

গণেশ দাস

শুকদেব শীট

ডাঃ পিকাশপ্রীতম মাইতি

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরামের সদস্যবৃন্দ

স্বর্ণকমল দাস

রবি নাজির

সুখেন্দু মাইতি

দেবকমল দাস

তপন দাস

কল্যাণ মাইতি

ননীগোপাল মাঝি

ডঃ দীপাঞ্জন রায়

মোহন খালুয়া

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী

রঞ্জন ভূঞ্যা

অরুণ গিরি

ডঃ আশীষ দে

দিবাকর দাস

দীপেশ দাস

কৃষ্ণেন্দু সিন্‌হা

সৌমেন গিরি

সন্দীপ প্রধান

তরুণ কুইতি

তন্ময় দাস

সঞ্জীব বাড়ুই

গোবিন্দ সামন্ত

অধ্যাপক গোবিন্দপ্রসাদ কর

মানস কবি

দেবাশীষ দাস

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরামের সদস্যবৃন্দ

সন্তু নাজির

ভক্তিপদ দাস

সন্তোষ সামন্ত

নয়ন নাজির

দেবশংকর ভূঞ্যা

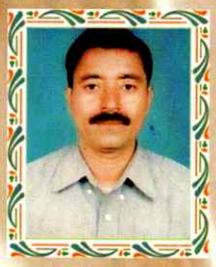
অভিজিৎ দাস

স্বপন মণ্ডল

চন্দনদাস অধিকারী

মানিক কর

চন্দন মালী

সুদীপ প্রধান

বিশ্বজিৎ বেরা

গুরুশঙ্কর মাল

গৌতম ঘোড়ই

সুদীপ্ত দাস

রাধানাথ দাস

দিপালী সামন্ত(সাহা)

সমীরণ মণ্ডল

কৌশিক মাইতি(বাবুন)

রামপদ সেন

প্রবীর সামন্ত

সুমন মাইতি

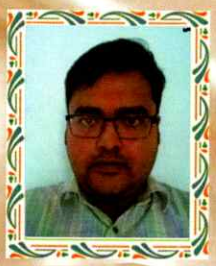
ইন্দ্রনীল বিশ্বাস

শুভঙ্কর পাত্র

দিলীপ ভূঞ্যা

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরামের সদস্যবৃন্দ

কেশব দাস

সমীর বেরা

নারায়ণ মাইতি

অভিজিত মণ্ডল

দেবব্রত পাল

গৌতম পাল

সমিত মণ্ডল

সঞ্জীব সামন্ত

অঞ্জন রায়

অজয় মাইতি

গোপাল বেরা

জয়দেব পাত্র

কৌশিক জানা

জয়দেব সাউ

অমিত রায় (পল্টু)

দীপঙ্কর দাস

দেবেশ্বর গিরি

আনন্দ প্রধান

অর্দ্ধেন্দু মাইতি (ভচা)

সুজিত মাইতি

সুজিত বেরা

সৌরভ গোস্বামী

নারায়ণচন্দ্র শীট

ইন্দ্রনীল বিশ্বাস

সমীরণ মাইতি

স্বপন কুঃ দাস

প্রলয় শঙ্কর চক্রবর্তী

শংকর নাজির

বিশ্বনাথ দোলই

নন্দন মণ্ডল

কৃষ্ণ দাস

রূপম পট্টনায়েক

কৌস্তুভ মহাপাত্র

সেক জানে আলম আলী

কেন ভারততীর্থে নিবেদিতা ?

■ *অধ্যাপক গোবিন্দ প্রসাদ কর*

ভারতের ইতিহাসে তথা বিশ্ব ইতিহাসে যিনি স্বামীজীর মানসকন্যা হিসেবে বিশ্ববন্দিত তিনি হলেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল। ধরাধামে আবির্ভাব ২৮শে অক্টোবর, ১৮৬৭ খ্রিঃ উত্তর আয়ার্ল্যান্ডের টাইরন প্রদেশের ডানগ্যানন নামক ক্ষুদ্র শহরে সুবিখ্যাত নোব্‌ল পরিবারে। পিতা শ্যামুয়েল রিচমন্ড ও মাতা ছিলেন মেরী ইসাবেল হ্যামিল্টন। পিতামহ ছিলেন জন নোব্‌ল, মাতামহী মার্গারেট এলিজাবেথ নীলাস। বিশ্ববন্দিত লোকমাতা প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ভারত উপাসিকা, সর্বত্যাগিণী, ব্রতধারিণী, মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল -এর জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫ শে মার্চ, যখন তাঁকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করবার দিন ধার্য করেছিলেন নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় উদ্যানবাটীতে। এই দিনটিতে ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রভাতি মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়ে স্বামীজী তাঁকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা দেন এবং 'নিবেদিতা' নাম ধার্য করেন। মার্গারেট জননী মেরী ইসাবেল যে ভাগ্যবতী দুহিতাকে আয়ার্ল্যান্ডের সুতিকাগৃহে ভগবত উচ্চারণে নিবেদন করে দিয়েছিলেন, আজ সন্ন্যাসী শিরোমণি আচার্য বিবেকানন্দের অপার করুণাময় ভারতমাতার অভয় অঙ্কে তাঁরই পুর্নজন্ম ঘটল নিবেদিতা রূপে।

আলোচ্য মূল নিবন্ধের অন্বেষণের কয়েকটি জিজ্ঞাস্য যে- কী কারণে মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল ভারততীর্থে এলেন? কেনই -বা স্বামীজী তাঁকে মন্ত্র শিষ্যা করলেন? কোন কোন বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব প্রদান করে স্বধর্ম পরিত্যাগ করে হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলেন? স্ব-মূল্যায়ণ কী তিনি অন্বেষণ করেছিলেন? না-কী স্বামীজীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারততীর্থে লোকমাতা রূপে আত্মপ্রকাশ বা বিকাশ ঘটিয়েছিলেন? না-কী পুণ্যাত্মা ভারতমাতার গৌরবময় সভ্যতার সুপ্রাচীন-ঐতিহ্য, ভারতীয় -দর্শন, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ-বিজ্ঞান, কলাশিল্প অর্থাৎ ভারতীয় সুমহান সভ্যতার ও সংস্কৃতির প্রতি টান? না-কী পারিবারিক যোগসূত্রের কোনো আধ্যাত্মিক চেতনা তাঁর জিজ্ঞাস্য মনের ভাবনাগুলোকে ধীরে ধীরে মূল্যায়িত করেছিল। তাছাড়া কোনটি সঠিক পথ? যা তিনি অবলোকন করে আধ্যাত্মিক ধর্মপ্রাণা হয়ে ওঠার বাসনা গ্রহণ করেছিলেন। প্রশ্নগুলোর প্রতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা না-করে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করছি, উপরোক্ত জিজ্ঞাস্যগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে।

প্রথমত ঃ- মার্গরেটের বয়স যখন পনের, ইংল্যান্ডের চার্চসমূহের 'ট্রাকটারিয়ান' আন্দোলনের প্রতি তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল। এই আন্দোলনে চার্চের রূপান্তর ঘটেছিল। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মগুলি বর্ণ সুষমার উজ্জ্বল রূপ ধারণ করেছিল। বিচিত্র সুরের সংযোজনায় প্রার্থনা মন্দির সংগীত মুখরিত হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন উপাসনার নানাবিধ প্রতীকের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হযেছিল। বর্ণ আকার ও সুরের বিচিত্র সমারোহের সঙ্গে স্বীকৃত হল যে, ধর্ম জীবনে অন্তরের আকুল অনুরাগ। ঐকান্তিক ভক্তি ও কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। কিশোরী মার্গারেটের কল্পনা এই আন্দোলনের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিল। তাঁর জীবনে এটি প্রথম এবং প্রত্যক্ষ আধ্যাত্ম প্রভাব। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই প্রভাব হতে তিনি নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি।

দ্বিতীয়ত ঃ- আঠারো বছর বয়সে মার্গারেটের চিন্তাশক্তি আশ্চর্য পরিণতি লাভ করেছিল। খিস্টান মতবাদের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁর মনে সন্দেহ জেগেছিল। খ্রিস্টানের বহু বিশ্বাস ও আচার মনে হয়েছিল মিথ্যা-ও-অসঙ্গত। ফলে আনুষ্ঠানিক খ্রিস্টানধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ক্রমে শিথিল হয়েছিল।

তৃতীয়ত ঃ- গতানুগতিক আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে বহুদিন হতে সংশয় ও উৎকণ্ঠা তাঁর হৃদয় অধিকার করলেও এটি তাঁর জীবনের একটা দিক মাত্র ছিল। কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভেই সংসার রচনার স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে যাওয়ায় তার চিত্ত প্রবলভাবে সত্যাভিমুখী হয়।

চতুর্থত ঃ- বুদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ তথা বুদ্ধের জীবন ও বাণী তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল 'লাইট অফ এশিয়া' নামক বুদ্ধের জীবনী পড়বার পর। তবে সংশয়-মুক্তি তিনি হতে পারলেন না। তবে তাঁর ধারণা দৃঢ় হয়েছিল যে, মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে বুদ্ধের বাণী, খ্রিস্টান ধর্ম-যাজকদের মুক্তি ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

পঞ্চমত ঃ- মার্গারেটের মনে সত্যকে জানবার এক কঠোর সংকল্প, জীবনের চির রহস্য ভেদ করবার এক দুর্নিবার আকাঙ্খা ছিল। তাঁর মনের জিজ্ঞাস্য ছিল-ধর্ম কি সত্য হতে পৃথক? মার্গারেটের যুক্তিবাদী মন বলে, 'না, ধর্ম ও সত্য এক'। তবে কোথায় ধর্ম? যে ধর্ম সকলের স্থান, যা উদার এবং অকপটে সকলকে আলিঙ্গন করতে পারে। যে ধর্মে যুক্তি কেবল নির্দিষ্ট পন্থাবলম্বী কয়েকজনের পক্ষে নয়, পরন্তু জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের পক্ষে সহজলভ্য।

এইসব বিষয়গুলোর মধ্য থেকে আধ্যাত্মিক জীবনের সংগ্রামে মার্গারেট এলিজাবেথ বেশ কিছুটা চিন্তাগ্রস্ত, ব্যাকুল, উদভ্রান্তে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। হৃদয়ের অন্তঃস্থলে এক প্রবল শূন্যতা অনুভব করেছিলেন এবং সমস্ত যুক্তি ও তর্কের প্রকৃত সত্য কি, তা অবলোকন করার তথা সত্য প্রকাশের অন্ত কি? এ বিষয়ে সর্বদায়ী চিন্তান্বিতা ছিলেন এমন কী মুখ্য বা প্রধান যে প্রশ্নটি তাঁর মনে সবসময় দানা বেঁধে থাকত তা হল -জগতে কি এমন কেউ নেই যিনি ধর্মকে প্রত্যক্ষ রূপ দিতে পারেন? মার্গারেটের জীবনের এই পরম সন্ধিক্ষণে আবির্ভাব হয়েছিলেন গৈরিক বসনধারী, হিন্দুযোগী, বেদান্ত কেশরী আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ শে অক্টোবর পিকাডিনিস্থ 'প্রিনসেস হল' -এ অভিজাত লেডি মার্জেসন -এর ড্রয়িংরুমে এক বক্তৃতা গৃহে লন্ডনবাসী বধূমন্ডলী 'আত্মজ্ঞান' সম্বন্ধে হিন্দুযোগী স্বামীজীর বক্তব্য শুনছেন মার্গারেট ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম।

ষষ্ঠত ঃ- লেডি মার্জেসনের আমন্ত্রণ আর অন্যদিকে হিন্দুযোগী, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রকৃত শিষ্য গৈরিক বেশধারী, সুদক্ষ বেদান্ত কেশরী স্বামীজীর বক্তব্য মার্গারেটের সত্যানুসন্ধানে প্রবল আকাঙ্ক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করল। স্বামীজী বলেছিলেন- "তোমাদের কলকব্জা, ছাপাখানায় যা' না হইয়াছে তার চাইতে খ্রিষ্ট ও বুদ্ধের কয়েকটা কথার মানব সমাজে ঢের বেশি উপকার হয় নাই কি? পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে জড়াইয়াছে নির্লজ্জ অনুদারতা, নিষ্ঠুর যুদ্ধ পিপাসা, আর নিদারুণ অর্থলোভী। এই মূল্যে নিরীহ হিন্দুরা তোমাদের শূন্যগর্ভ আস্ফালনপূর্ণ সভ্যতার অনুরাগী হইবে না।" এই প্রতিধ্বনি মার্গারেটের হৃদয়ে এক গভীর মহাআলোড়নের সৃষ্টি করল। এটি ছিল তার প্রথম বক্তব্য শোনার সৌভাগ্যক্রম। এরূপ স্বামীজীর প্রতিটি বক্তব্য শোনার জন্য মার্গারেট ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলন। বিষয় ছিল 'ধর্ম' ও 'শিক্ষা'। প্রতিটি বিষয়ে মার্গারেটের হৃদয়াকাশে সৃষ্টি হয়েছিল নতুন ভাবনার পথ।

সপ্তমত ঃ- স্বামীজী ভারতীয় বেদান্তের বিজ্ঞানসম্মত উদার জ্ঞান সমষ্টির মূল বক্তব্য তথা সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভূমি ভারতের যে ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার জীবন, ভারতের আধ্যাত্মিক ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সাহিত্য, বিজ্ঞান ও পুরাণ, সামাজিক-রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়গুলোর যে বীজ ইংল্যাণ্ডের উর্বর মাটিতে প্রোথিত করেছিলেন - তারই অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে মার্গারেট এলিজাবেথের চিন্তা চেতনায়। নিজ দেশের সংকীর্ণ সীমায়িত ভাবধারা হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে বেদান্তের অত্যুদ্বার সেবাদর্শের বেদিমূলে আত্মনিবেদন করার প্রচন্ড আকাঙ্খা মার্গারেটের হৃদয়ে জেগে উঠেছিল।

এখন প্রশ্ন যে মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল কি শুধু স্বামীজীর আহ্বানে বা বক্তব্যে আপ্লুত হয়ে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২৮ শে জানুয়ারি ভারতভূমিতে তথা কোলকাতায় পা রেখেছিলেন? না কী অন্য কোনো কারণ ছিল? উপরোক্ত আলোচনায় সমস্ত বক্তব্যই সত্য। তাহলেও আরো কিছু কারণ ছিল বলে আমার মনে হয়।

মার্গারেট নোব্‌ল জন্মসূত্রে আধ্যাত্মিক পরিবারের সদস্য কারণ পিতামহ রেভারেন্ট জন নোব্‌ল ছিলেন এক গীর্জার ধর্মযাজক। শুধু তাই নয় মার্গারেট নোব্‌ল -এর পিতা শ্যামুয়েল রিচমন্ডও তাঁর পিতার পথ অনুসরণ করে ধর্মযাজকের বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। অন্যদিকে জন নোব্‌ল ছিলেন আয়ার্ল্যান্ডের মুক্তি সংগ্রামের এক সক্রিয় কর্মী তাই তার চরিত্রে ছিল একদিকে ধর্মের প্রতি অনুরাগ অন্যদিকে স্বদেশ প্রীতি এই দুই আদর্শ তার ধর্মনীতিতে প্রবাহিত ছিল।

অপরপক্ষে মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল পুণ্যাত্মা ভারতভূমিকে, ভারতীয় দর্শনের বেদান্তের উদার আধ্যাত্মিক চিন্তাকে কীভাবে আত্মস্থ করেছিলেন স্বামীজীর দ্বারা তা ইতিপূর্বে আলোচিত কিন্তু সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার যে বৈশিষ্টগুলো রয়েছে এবং যে বিষয়গুলোর দ্বারা তিনি আত্মস্থ হয়েছিলেন তার বিবরণ নিম্নে আলোচিত হল।

পূণ্যাত্মা ভারতভূমি হল আধ্যাত্মিক মুনি-ঋষি যুগাবতারদের পূণ্যভূমি তথা জন্মভূমি। এই পূর্ণ্যভূমিতেই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও প্রাচীন সাহিত্যগুলোর অন্বেষণ বর্তমান জ্ঞান পিপাসু মানবকুলের কাছে সবচেয়ে বেশি মর্মার্থ হয়ে উঠেছে। কারণ পুণ্যাত্মা ও আধ্যাত্মিক ভারতভূমি সুপ্রাচীনকাল থেকে আজও পর্যন্ত ত্যাগের মর্মার্থ বহন করে চলেছে। এখানে ভোগবাদী চিন্তার অবকাশের শিক্ষা কখনই কোনো শাস্ত্রে উল্লেখিত হয়নি। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষে মূল্যবোধের চর্চাও পরিলক্ষিত হয়েছে সংস্কৃত ভাষায় লেখা- বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে সমুদ্রের উত্তরে ও হিমালয়ের যে বর্ষ বা দেশ, তার নাম ভারতবর্ষ; কারণ, এই পূণ্যভূমিতে ভারতের উত্তরসূরী ভারতীয়রা। অর্থাৎ

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্
বর্ষং তদ্ভারত নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ।।

ভারতবর্ষ বিদেশীদের কাছে হিন্দুস্থান নামে পরিচিত আবার কেউ কেউ বলেন হিন্দু নামটিও খুবই পুরাতন। হিন্দুরা যখন ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল তখন ভারতবর্ষের নাম হল হিন্দুস্থান। মুখ্যত ধর্মভূমিরূপেই এই দেশ বহু সহস্র বৎসর ধরে বিরাজ করেছে। হিন্দুদের গৌরবময় ইতিহাস পর্যালোচনা ও অবলোকন করলে যে বিষয় প্রতীয়মান হয় তা হলো এই পুন্যভূমিতেই উচ্চাঙ্গের চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য,

স্থাপত্য, সঙ্গীত ও বিশেষ করে প্রাচীন কাব্যগুলোতে হিন্দুদের অনুপম ও চমকপ্রদ অবদান। তাছাড়া এই গৌরবময় সভ্যতার ইতিহাস উজ্জ্বল করে রেখেছে ভারতীয় দর্শন, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ন্যায়, জ্যোতিষ গণিত, বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ ও রাজনীতি। রসায়ন শাস্ত্রে ভারতের মৌলিক গবেষণাও খুবই সুস্পষ্ট। স্থাপত্য ও পূর্তবিজ্ঞান, নৌশিল্প প্রভৃতি কলা ও শিল্পে ভারতীয় মনীষীদের বিস্ময়কর পারদর্শিতার সুস্পষ্ট প্রমাণ আজও বিদ্যমান। এইসব কিছুরই মূলে ছিল মানবধর্ম। হিন্দু মুনী-ঋষিদের প্রেরণাতেই দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতির ভাব ও আর্দশ সজীব হয়ে উঠেছিল সুপ্রাচীন ভারতবর্ষে।

কালানুক্রমিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর হিন্দুধর্ম হতে বহু সংখ্যায় শাখাধর্মের উদ্ভব হয়েছে। এর মধ্যে দুটি তেজস্বী শাখা হল জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম। কিন্তু কৃষ্ণমোহন শ্রীমালি এই বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে 'দি এজ অফ আয়রন এন্ড দি রিলিজিয়াস রিভোলিউশান' (পৃ-১১০) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ৩৬৩ টি ধর্মীয় মতাদর্শের কথা। যাইহোক, মূল হিন্দুধর্ম ও তার শাখা বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ ভারতবর্ষের সীমানা অতিক্রম করেছিল- সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ, কোচিন -চিন, মালয় দ্বী প, বালি সুমাত্রা, চিন কোরিয়া, জাপান, আফগানিস্থান, তুর্কীস্থান প্রভৃতি দেশে। হিন্দুরা কখনো বলপ্রয়োগ বা কৌশল প্রয়োগ করে বিদেশীদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করেননি। সুখময়-শান্তি, প্রেমময়-ভালোবাসা, বন্ধন-মৈত্রী, ত্যাগ ও সেবাই ছিল মূলমন্ত্র আর সর্বোপরি মানবধর্ম।

তাই একথা বারে বারে বলতে হয় যে, সমুদয় প্রাচ্য সভ্যতায় মূল উৎস কিন্তু হিন্দুধর্ম তথা মানবধর্ম তথা সর্বধর্ম সমন্বয়। গবেষক জি.টি. গ্যারেট তার বিখ্যাত সম্পাদনা গ্রন্থ 'দি লিগেসি অফ ইন্ডিয়া' তে উল্লেখ করেছেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্মস্থান প্রাচীন গ্রীসেও হিন্দুদের ভাবাদর্শ পৌঁছেছিল তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। তাই সুপ্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, পরম্পরা ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার সনাতন হিন্দুধর্মের বাণী প্রগতির ধারায় প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল যাবৎ সুদূর পাশ্চাত্যে আজও প্রচারিত হচ্ছে। যার ফলস্বরূ প হিন্দুর জীবনাদর্শ, পরম্পরা, লোকাচার তথা আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শ ইউরোপ ও আমেরিকার বহু মানুষ, নর-নারীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। হিন্দুদের মহানধর্মের শেষকথা কিন্তু বিশ্বমানবের কল্যাণসাধন আর যে কারণে এই পূণ্যাত্মা, আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ একটি বিরাট শক্তিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা পে য়েছে। বহু পাশ্চাত্যের মানুষ আজকে হিন্দু ভাব ও আর্দশ অনুযায়ী নিজ নিজ জীবন গড়ে তুলতে অগ্রসর হচ্ছে। যার ফলস্বরূপ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধনকারী বর্তমান বহু প্রচলিত ধারণা বিশ্বায়ন। এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যে জায়গা করে নিলেও ভারতবর্ষ তার মৌলিক পরিকাঠামোটির প্রামাণও পরম্পরা বজায় রেখে চলেছে।

অর্থাৎ লোকমাতা, মুক্তপ্রাণা, ভারত উপাসিকা, ব্রতধারিণী, সর্বত্যাগিণী, শিক্ষাব্রতী, প্রতিভাশালিনী, মোহিমময়ী, কর্মযোগীনি, বুদ্ধিমতী, বিদূষী, তেজস্বিনী, জ্যোতির্ময়ী, বিদেশিনি, শ্বেতাঙ্গিনি ও সর্বোপরি আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা অবলোকন করতে পেরেছিলেন পৃথিবীতে হিন্দু গার্হস্থ্য জীবনের ন্যায় সুন্দর বস্তু বোধহয় আর কিছুই নেই। ভারতীয় রমণীর আর্দশ প্রেম নয়, ত্যাগ। তিনি এই আদর্শকে অক্ষুন্ন রেখে হিন্দু রমণীগণকে আধুনিক পাশ্চাত্য কার্যকরী শিক্ষা প্রদান করতে এসেছিলেন। এক জাতি, এক প্রাণ একতাই হয়ে উঠেছিল নিবেদিতার ধ্যানের ভারতবর্ষ। স্বামীজীর আহ্বানে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ই মার্চ কলিকাতার স্টার রঙ্গমঞ্চে মার্গারেটের যে বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল তাতে মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল বলেছিলেন যে, "দীর্ঘ ছয় হাজার বছর ধরে রক্ষণশীল হয়ে থাকবার আশ্চর্য

নৈপুণ্য আপনাদের আছে কিন্তু এই রক্ষণশীলতার দ্বারা আপনাদের জাতি বিশ্বের সর্বোত্তম আধ্যাত্ম সম্পদগুলিকে এতকাল ধরে অবিকৃতভাবে রক্ষা করতে পেরেছে। এই জন্যই আমি ভারতবর্ষে এসেছি- জ্বলন্ত আগ্রহে তাঁর সেবা করব বলে"। তিনি ভারতের আত্মাকে আবিষ্কার করতে যেমন পেরেছিলেন ঠিক তেমনি সেদিন ভারততীর্থে লোকমাতার আগমনে মূল কান্ডারীরূপে স্বামীজীকে আদর্শরূপেই পেয়েছিলেন।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ-

১) স্বামীজীকে যে রূপ দেখিয়াছি- ভগিনী নিবেদিতা, অনুবাদক স্বামী মাধবানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়।
২) ভগিনী নিবেদিতা - প্রব্রজিকা মুক্তিপ্রাণা, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল।
৩) ভগিনী নিবেদিতা - স্বামী তেজস্বানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়।
৪) শ্রীরামকৃষ্ণ -বিবেকানন্দের নিবেদিতা- স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়।
৫) হিন্দুধর্ম-স্বামী নির্বেদানন্দ, রামকৃষ্ণমিশন, কলকাতা স্টুডেন্টস হোম, বেলঘরিয়া।
৬) Wikipedia, The free Encyclopedia
৭) The Age of Iron and The Religious Revolution-Krishnamohan Srimli
৮) The Legacy of India- G.T. Garratt.

মির্জাপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজিঃ নং- ১৬৫ মিড্ ঃঃ তাং ০৭/০১৯৬১

গ্রাম-মির্জাপুর ❁ পোস্ট-কাজলাগড় ❁ জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর

- ❁ কৃষক আমাদের শক্তি।
- ❁ ভূমি আমাদের ভিত্তি।।
- ❁ সৃজন শক্তি আমাদের প্রেরণা।
- ❁ কর্মনিষ্ঠা আমাদের ভরসা।।

মির্জাপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে
এলাকার সমস্ত শ্রেণির মানুষদের জানাই
সমবায়ী অভিনন্দন ও প্রীতি শুভেচ্ছা।

পরিচালক সমিতির সদস্য/সদস্যাবৃন্দ

সত্যব্রত শেঠ-*সভাপতি*, অলোকবরণ বাড়ই-*সম্পাদক*, মানস কুমার জানা-*সদস্য*
সুকুমার খাঁন-*প্রাক্তন সদস্য*, অমিয় কুমার মাইতি-*সহ সভাপতি*, অতনু পণ্ডিত-*সুপারভাইজার*,
মুজিবর মল্লিক-*সদস্য*, কমলাকান্ত পাত্র-*সদস্য*, প্রসেনজিৎ হাতি-*সদস্য*,
মৃণালকান্তি মাইতি-*প্রাক্তন সদস্য*, কাবেরী বাড়ই-*সদস্যা*,
রবীনচন্দ্র শেঠ-*পিওন*, সন্দীপন দাস-*ম্যানেজার*, রিঙ্কু শেঠ-*কর্মচারী*।

ভারতের নিবেদিতা-
স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে এক অনন্য আলোকবর্তিকা

■ ড. সত্যনারায়ণ সাউ

প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে বাঙলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল' ওরফে ভগিনী নিবেদিতা এক অত্যুজ্জ্বল নাম। যুগন্ধর মহাপুরুষ ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যারূপে সর্বজন বন্দিতা নিবেদিতা স্বামীজীর আদর্শে ভারতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে আত্মনিবেদন করে সার্থকনামা হয়ে উঠেছিলেন।

উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বনামধন্য 'নোবল' পরিবারের 'রেভারেণ্ড জন নোবলের' পুত্র 'স্যামুয়েল রিচমণ্ড নোবল' ও পুত্রবধূ 'মেরী ইসাবেলের' বহু সাধনার ধন এই মহীয়সী কন্যার নামের সঙ্গে সাদৃশ্য পাই পিতামহী 'মার্গারেট এলিজাবেথ নীলাসের' সঙ্গে।

নিখাদ দেশপ্রেম ও অত্যুত্তম আধ্যাত্মিকতার পারিবারিক উত্তরাধিকারের আবহে বড় হয়ে ওঠা মার্গারেটের ভবিষ্যৎ জীবন সৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল শৈশবেই। জন্মের পূর্বেই ঘটেছিল এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। নিরাপদে সন্তানের জন্ম হলে তাঁর চরণেই সমর্পনের আকুল প্রার্থণা করেছিলেন ইষ্টদেবতার কাছে মাতা মেরী ইসাবেল। এর পরে অকালে মৃত্যুর পূর্বে পিতা স্যামুয়েল পত্নী ইসাবেলকে কন্যা মার্গারেটের নাম উল্লেখ করেই বলে গেলেন "শ্রী ভগবান যেদিন ওকে আহ্বান করবেন, সেদিন ওকে বাধা দিও না.... ও এসেছে একটা বড় কিছু করবার জন্য"। মার্গারেটের জীবনে তাঁর পিতার এই ভবিষ্যদ্ বাণী যে সর্বাংশে সফল হয়েছিল তা আজ সর্বজন বিদিত। বস্তুতঃ দুয়ে দুয়ে মিলে চার হওয়ার এই ব্যাপারটির বীজবপন হয়েছিল ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে অক্টোবরে যেদিন স্বামী বিবেকানন্দকে প্রথম দর্শন করলেন মার্গারেট। 'The Master as I saw Him' গ্রন্থে নিবেদিতা তাঁর এই প্রথম দর্শনের অভূতপূর্ব ও অনাস্বাদিত শিহরণের অনুভূতি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আজীবন বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষাব্রতী মার্গারেট বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন স্বামীজীর শিক্ষা বিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণে, বিশেষত ঃ- "Education is The manifestation of the perfection already in man' মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ সাধনের নাম শিক্ষা' - শিক্ষার এই একান্ত অভিনব ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করে।

মার্গারেটের শিক্ষয়িত্রী হবার বাসনা পূরণ হয়েছিল মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে আর সমগ্রজীবনে শিক্ষার পরিপূর্ণতা ঘটেছিল ভারতে এসে স্বামীজী ও সারদাদেবীর পদপ্রান্তে বসে। ১৮৯৬ এর ৭ই জুনের তাঁকে লেখা স্বামীজীর এক চিঠিতেই তাঁর চিন্তা জগতে এক আলোড়ন ঘটে যায়। পরবর্তী আরও দুটি চিঠিতে মার্গারেট ভারতের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন - বিশেষতঃ ১৮৯৭ সালে লণ্ডন ত্যাগের পূর্বে তাঁকে বলা স্বামীজীর প্রত্যক্ষ উক্তি - "ভারতবর্ষই তোমার আপন ধাম। কিন্তু তার জন্য তোমাকে প্রস্তুত হতে হবে।" -শ্রবণের পরে। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২৮ শে জানুয়ারী মার্গারেট কলিকাতা বন্দরে উপস্থিত হলেন - স্বামীজীর মানসকন্যার ভারতে পদার্পণ ঘটল।

১৮৯৮ এর ২৫ শে মার্চ মার্গারেটের ঘটল নবজন্ম -স্বামীজী কর্তৃক ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হয়ে 'নিবেদিতা' নাম প্রাপ্ত হলেন - যিনি নিজের সমগ্রজীবনের সর্বস্ব সর্বাংশে সমর্পন করে সার্থকতা সম্পাদন করলেন তাঁর নব নামের।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সমকালে বাঙলা তথা ভারতবর্ষের দুর্দশা ও অধঃ পতনের মূল কারণগুলি সুগভীর প্রজ্ঞাবলে উপলব্ধি করলেন সেগুলির অন্যতম কয়েকটি হল - দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার, নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের অমানবিক ব্যবহার আর তথাকথিত ভদ্রসমাজের পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ। অশিক্ষার মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা তথা মেয়েদের শিক্ষার অভাবকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। পরমবিদুষী, শিক্ষাব্রতী, বিদ্যোৎসাহী গুরুগত প্রাণা নিবেদিতাকেই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণে আহ্বান জানালেন। স্বামীজীর ধ্যানে উপলব্ধ ভবিষ্যতের আদর্শভারত গঠনের পরিকল্পনার একটি সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি নিবেদিতার অন্তরে অঙ্কিত করে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মেলবন্ধন তথা সকলের স্বনির্ভর হওয়ার বা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর শিক্ষা লাভের উপর স্বামীজী জোর দিয়েছেন। নিবেদিতা তাকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে তার বাস্তব রূপায়ণে আন্তরিক প্রয়াসী হলেন। শিক্ষার এই মানস প্রতিমা প্রত্যক্ষরূপ পরিগ্রহ করল ১৮৯৮ এর ১৩ ই নভেম্বর ১৬ নং বোসপাড়া লেনে-বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির উপস্থিতিতে বালিকা বিদ্যালয়ের শ্রীমা সারদদেবীর কর্তৃক শুভ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে। পরবর্তীকালে যা 'রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়' নামে রামকৃষ্ণ মিশনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে।

বস্তুতঃ উনবিংশ শতকের শেষভাগে বাঙলার তথা কলকাতার মত শহরেও শিক্ষাব্যবস্থার যে হাল ছিল বিশেষতঃ তদানীন্তন সমাজব্যবস্থার যে চিত্র আমরা বিভিন্নভাবে জানতে পেরেছি -তা এক কথায় অবর্ণনীয়। যেখানে বালকদের লেখাপড়া করাটী ছিল যথেষ্ট সমস্যা সঙ্কুল সেখানে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার ব্যাপারটা প্রায় অকল্পনীয়। পর্দাপ্রথা ভেঙ্গে কুসংস্কারের বেড়াজাল অতিক্রম করে অন্তঃপুরচারিণী মেয়েরা গৃহের বাহিরে গিয়ে বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করতে এ ছিল এক দিবাস্বপ্ন বা আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র। রক্ষণশীল সমাজের নানা অপবাদ অজুহাত উপেক্ষা করে লেখাপড়া শেখা এক অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার-যা আজকের দিনের এই উদারমনস্কতার আবহে কল্পনার অতীত।

এমনই এক ভয়ঙ্কর প্রতিকূল পরিস্থিতিতে স্বামীজীর স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিতে নিবেদিতা যে কি অসাধ্য সাধন করেছিলেন তা বলে বোঝানো অত্যন্ত কষ্টকর।

একটি অপ্রশস্তগৃহে কয়েকটি মাত্র ছাত্রী নিয়ে বালিকা বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হল। নিবেদিতার শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল অভিনব। বাহির থেকে শিশুমনের উপর কোন কিছু চাপিয়ে দিতেন না। বরং চ প্রত্যেকের স্ব-স্ব মনোবৃত্তি ও সংস্কার অনুসারে খেলা ও গল্পের ছলে অন্তরে শক্তি স্ফুরণের ব্যবস্থা করে দিতেন। সুনির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয় ও সময় ছিল না। পুতুলগড়া, সূচীশিল্প ও অন্যান্য হাতের কাজের শিক্ষণের মাধ্যমে মেয়েদের স্বনির্ভর করে তোলার পাশাপশি রামায়ণ, মহাভারত, পুরান-উপনিষদের গল্পের মাধ্যমে নৈতিক আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানও চলতে লাগল। অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ ভালবাসার দ্বারা সকলকে একান্ত আপন করে নিয়ে তাদের সার্বিক উন্নতি চেষ্টা করতেন তিনি। কিন্তু সবদিক সামলে ওঠার মত আর্থিক সামর্থ্য ছিল না। যে অভাব মোচনের জন্য তিনি তাঁর জন্মস্থানে বিদেশে গিয়ে ও অনেকের কাছ থেকে সাহায্য ভিক্ষা করেছেন। উত্তরোত্তর বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। শ্রীশ্রী সারদাদেবী ও শ্রী রামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পর্ষদগণের অনেকেই বিদ্যালয়ে পর্দাপন করে আশীর্বাদ দানে ছাত্রীদের ধন্য করেছেন।

পরবর্তীকালে মেয়েদের আরও শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিবেদিতা কলকাতায় ও শহরের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষাব্রতী বহু মনীষী ও স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সাহায্য লাভের চেষ্টা করেন এবং তাতে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেন। এভাবে নিবেদিতা স্ত্রীশিক্ষার যে আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করেছিলেন, তা পরবর্তী কালে বহুবছর ধরে অম্লানত্র শিখায় উত্তরোত্তর দেদীপ্যমান থেকে বাংলা তথা ভারতবর্ষের শিক্ষাজগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে ও থাকবে সন্দেহ নেই।

মিলন মেলার সাফল্য কামনায়

ডাঃ দেবাশিস সামন্ত

এম.এস. অর্থো (কোল), ডি. অর্থো (কোল)
ডি. এল. ও. (কোল), এম.সি.এইচ. অর্থো
(ইউ. এস. এ. আই. এম.), ফেলোশিপ ইন আর্থোস্কপি
এণ্ড স্পোর্টস মেডিসিন, ডি. আই.টি.ও. নিউ দিল্লী,
ফেলোশিপ ইন ইলিজারভ।

Reg. No.52849 WBMC

কনসালট্যান্ট অর্থোপেডিক সার্জেন ও ট্রমাটোলজিস্ট, এবং আর্থোস্কোপিক সার্জেন।

প্রাক্তন অর্থোপেডিক সার্জেন, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ,
বিষ্ণুপুর মহকুমা হাসপাতাল / এগরা মহকুমা হাসপাতাল
বর্ধমান (মেডিক্যাল কলেজ), কাঁথি মহকুমা হাসপাতাল

চেম্বার ঃ বাজকুল, কিসমত বাজকুল, পূর্ব মেদিনীপুর

HALDIA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES

(An Institute of ICARE)

Estd.-2003

ICARE Complex Hatiberia, Haldia, PIN-721657

E-mail : principalhiha@gmail.com

Phone : 03220-255968 / 255587 / 267165/Fax : 03224-255968

Recognised by

Directorate of Medical Education, Swasthya Bhawan, Govt. of West Bengal.
Department of Higher Education, Bikash Bhawan, Govt. of West Bengal

UGC Under 2 (f)
MHRD, Govt. of India

Sl. No.	Course	Affiliated by	Duration	Eligibility
1.	Bachelor of Physiotherapy (BPT)	WBUHS	41/2 years	10+2(P+C+B)
2.	Bachelor of Medical Laboratory Technology (BMLT)	VU	31/2 years	10+2(P+C+B)
3.	B.Sc. Nutrition (H)	VU	3 years	10+2(C+B) 10+2(B+N)
4.	M.Sc. MLT (Microbiology)	WBUHS	2 years	BMLT, B.Sc. in Microbiology
5.	M.Sc. MLT (Bio-Chemistry)	WBUHS	2 years	BMLT B.Sc. in Biochemistry
6.	MPT (Orthopedics)	WBUHS	2 years	BPT
7.	MPT (Neurology)	WBUHS	2 years	BPT.
8.	Master in Hospital Administration (MHA)	WBUHS	2 years	Graduate in Any Stream
9.	M.Sc. in Applied Nutrition	WBUHS	2 years	B.Sc. Nutrition
10.	Diploma in Radiography (Diagnosis)	SMF	21/2 years	10+2 (P+C+B)
11.	Diploma in Operation Theater Technology	SMF	21/2 years	10+2 (P+C+B)
12.	M.Sc. MLT (Phathology & Blood Transfusion)	WBUHS	2 years	BMLT, B.Sc. (H) Physiology
13.	B.Sc. Physician Assistant	WBUHS	3 years	10+2 (P+C+B)

VU-Vidyasagar University, **WBUGH**-The West Bengal University Health Sciences,
SMF- State Medical Faculty,
P-Physics, **B**-Biology, **C**-Chemistry, **N**-Nutrition.

For Admission
9733684544 / 9641717084
www.hihshaldia.in

GARHBARI-II GRAM PANCHAYAT

[Bhagwanpur -II Panchayat Samity]
P.O. - Garhbari, P.S. - Bhupatinagar
Dist- Purba Medinipur, PIN - 721626
E-mail : garbariigp@gmail.com
Website : garbari-2.in
Ph : (033220) 202822

মিলন মেলা ও প্রদর্শণী সার্বিক সাফল্য কামনা করি

"শান্তি প্রগতি, ন্যায় বিচার, সংহতি, সমদর্শিতার
নিরিখে জনগণের সার্বিক উন্নয়নই
এই গ্রাম পঞ্চায়েতের
আদর্শ"

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জনগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'মিশন নির্মল বাংলা' লক্ষ্যে আমরা ODF (উন্মুক্ত শৌচবিহীন) গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছি। সার্বিক জনস্বাস্থ্য বিধান-এর লক্ষ্যে সমস্ত কর্মসূচী মেনে চলার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

অঞ্জনা মণ্ডল
প্রধান

শ্রীমতী স্মৃতিরেখা মণ্ডল
উপ-প্রধান

মিলন মেলার শুভেচ্ছায়

M-9732768646
9593400628

সারদা খেলাঘর

এখানে জিম ও খেলার সমস্ত সরঞ্জাম, রাজনৈতিক দলের পতাকা,
ক্যারাম বোর্ড, ফ্লেক্স বোর্ড, ব্যাজ, রাবার স্ট্যাম্প ইত্যাদি
খুচরা ও পাইকারী পাওয়া যায়।

প্রোঃ- অজয় কুমার মাইতি

রামকৃষ্ণগঞ্জ বাজার ঃঃ কালিকাখালি ঃঃ মঠ-চণ্ডীপুর
পূর্ব মেদিনীপুর

অক্ষরধাম মন্দির

● নারায়ণচন্দ্র বেরা

প্রাক্তন শিক্ষক, পোড়াচিংড়া জি. এ. বিদ্যাপিঠ

ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ, এর জলবায়ু-মাটি ঐ সঙ্গে মানুষের চেতনা সবই এই রসে সম্পৃক্ত। তাই এই পবিত্র ভারতভূমিতে যুগে যুগে বহু মহান পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। এই পূণ্য ভূমিতে বিভিন্ন হাতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষ কেউ মন্দির, গুরুদ্বার, মসজিদ, গীর্জা প্রভৃতি স্থানে নিজ নিজ ধর্মের ধারক বাহক হয়ে ধর্ম পালন করছে।

এরূপ ভারতীয় সংস্কৃতির অনন্য নিদর্শন হিসাবে দিল্লীতে স্বামী নারায়ণ অক্ষরধাম মন্দির অবস্থিত। ভারতীয় শিল্প গরিমা ও মূল্যবোধের অপূর্ব অপরূপ সৌন্দর্যের নিকেতন, এই মন্দির ভারতীয় সংস্কৃতির আলোকে আলোকিত। এই স্মৃতি সৌধের প্রাণ পুরুষ স্বামী নারায়ণ, যিনি ২০০৫ সালে ৬ নভেম্বর, ১০০ একর বিস্তৃত বিশাল পূর্ণভূমি উপর অক্ষরধাম মন্দির নির্মিত করেছেন । এর নির্মাণ কাজ পাঁচ বছরের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে স্বামী মহারাজার অনুপ্রেরণায়। এই পবিত্র মন্দির শান্তি, সৌন্দর্য আনন্দ ও স্বর্গীয় সুষমা বিকিরণ করছে।

এই মন্দিরের দশটি সুন্দর প্রবেশ দ্বার বা গেট আছে। যা ভারতীয় সংস্কৃতিতে বর্ণিত দশটি দিক স্মারক রূপে দর্শনার্থীর অন্তরে এক ভক্তি ভাব জাগরিত করে। ঈশ্বর এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের উপাসনার স্থল এই মন্দির প্রাঙ্গণ। ২০৮ টি ভাস্কর্য শোভা পাচ্ছে এই সব দ্বারে। ময়ূর দ্বার যা ভারতের জাতীয় পাখীর ময়ূর অনুকরনে ৮৬৯ টি ময়ূর খোদাই করা হয়েছে। এর মাঝে রয়েছে ভগবান স্বামী নরায়ণের পবিত্র পদচিহ্ন যা কেবল পাথরে খোদাই করা ১৬ টি দিব্য চিহ্ন ধারণ করছে। সমগ্র প্রাঙ্গণের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হলো গোলাপী পাথর ও শ্বেত পাথর নির্মিত ১৪১ ফিট উচ্চতা, ৩১৬ ফিট চাওড়া এবং ৩৬৫ ফিট দীর্ঘ মন্দিরে সূক্ষ কারুকার্য এবং ২৩৪ টি স্তম্ভ ও ৯ টি জমকালো গোম্বুজ, ২০ ফিট চূড়া এবং ২০ হাজারের বেশী অ পূর্ব সুন্দর ভাস্কর্য। এই মন্দিরে কোনরূপ ইস্পাত ব্যবহার না করে তৈরী হয়েছে। এই মন্দির প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য কীর্তির ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে ভগবান স্বামী নারায়ণের ১১ ফিট উঁচু স্বর্ণ প্রলেপ যুক্ত উপবিষ্ট প্রশান্ত মূর্তি, তাঁর দু-পাশে রয়েছেন, শ্রী রাধাকৃষ্ণ, শ্রীরাম- সীতা, শ্রীলক্ষী -নারায়ণ এবং পার্বতী- শিব। এই মন্দিরের বাহিরে দিকে প্রাচীর হল ম্যান্ডোভার ৬১১ ফিট লম্বা এবং ২৫ ফিট উঁচু ৪২৮৭ টি অপূর্ব খোদাই করা পাথর দিয়ে তৈরী। এই প্রাচীরে গায়ে রযেছে ৪৮ টি গণেশ মূর্তি ভারতের বিভিন্ন মহর্ষি সাধু ভক্তবৃন্দ আচার্য এবং অবতারগণের দুই শতাধিক ভাস্কর্য বিদ্যমান। অক্ষরধাম মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে ১০৭০ ফিট লম্বা গজেন্দ্র পীঠ এর উপর। এখানে ১৪৮ টি পাথরে খোদাই হাতি, মানুষজন, পশুপাখীর অসংখ্য পাথর মূর্তি যাদের মোট ওজন ৩০০ টনের বেশী। ভারতীয় সংস্কৃতিকে হাতি ও প্রকৃতির এ যেন এক অপরূপ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

এখানে অনেকগুলি হলঘর আছে। বিভিন্ন হলগুলিতে দর্শন করার জন্য আলাদা পথনির্দিষ্ট। যেমন হলঘর (১) নাম - সহজানন্দ। দর্শন সময় ৫০ মিনিট, এখানে আলো ও ধ্বনির সাহায্যে দেখানো হয় ভগবান স্বামী নারায়ণের জীবন আলেখ্য, হলঘর (২) নাম- নীলকণ্ঠ দর্শন এর সময় ৪০ মিনিট এখানে

পর্দার আকৃতি ৮৫ ফিট x ৬৫ ফিট বাল যোগী নীলকণ্ঠ বর্ণীর জীবনের সত্য ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। দর্শকরা এখানে দেখতে পাবেন যা ভারতের ১০৮ টি জায়গায় ছবির শুটিং হয়েছে। হিমালয়ের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র দেখা যায় যা দর্শকগণ প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করে। পরের হলঘরের নাম-সংস্কৃতি বিহার, এর সময় ১৫ মিনিট। এই সময়ের মধ্যে নৌকা বিহার দশহাজার বছরের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল গাথা দেখা যায়। পৃথিবীর প্রাচীনতম বৈদিক গ্রাম, বাজার ও বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশিলার ভিতর দিয়ে জানা যায় প্রাচীন ভারতের প্রাচীন, ঋষি-বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের কথা জীবন্ত বলে মনে হবে। প্রাচীন ভারত ও বর্তমান ভারতের সামাজিক কৃষ্টি, সংস্কৃতি যেন এক অদৃশ্য সূতার মালায় গাঁথা রয়েছে। এরপর যজ্ঞ পুরুষ কুন্ড এবং সঙ্গীতময় ফোয়ারা দেখা যায়। প্রাচীন ঐতিহ্যশালী এক কুন্ড যার আয়তন তিনশ ফিট, এর কেন্দ্রস্থলে একটি বর্ণময় সঙ্গীত মুখর ফোয়ারা, সঙ্গীতের তালে তালে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। এর কাছে রয়েছে নারায়ণ সরোবর, কাছে নীলকণ্ঠ বর্ণির ২৭ ফিট উঁচু ধাতব মূর্তি। লাল পাথর তৈরী আকর্ষণীয় দ্বিতল কোলোনেইড মন্দির কে ঘিরে রয়েছে। কারুকার্য মণ্ডিত প্রতিটি তল তিন হাজার ফিট লম্বা রয়েছে ১১৫২ টি স্তম্ভ নির্ভর আচ্ছাদন ও দেখার জন্য আছে ১৪৫ জানালা। এর কাছে আছে এক সুন্দর বাগান। মন্দিরের উল্টো দিকে আছে সবুজ ঘাসের লন এবং কয়েকটি ব্রোঞ্জ মূর্তি আছে। এখানে আছে বারটি ঘোড়াটানা সূর্যরথ এবং ষোলো হরিণ যুক্ত চন্দ্ররথ, বিভিন্ন মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীর মূর্তি।

এই মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলে মনে হবে যেন এক পূণ্যতীর্থ ক্ষেত্রে বিচরণ করছি। এখানে সর্বজনীন মূল্যবোধ যা অহিংসা, সততা ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দির প্রাঙ্গণে মনে হবে এক শান্ত, গরিমাযুক্ত দিব্য পরিবেশ বিরাজ করছে দর্শকগন খুঁজে পায় শান্তিময় অপূর্ব পরিবেশ যা বর্তমান সমাজে একান্ত প্রয়োজন। নিঃস্বার্থভাবে সমাজের মানব কল্যাণে জীব সেবাই শিব সেবা। এই প্রাঙ্গণ থেকে বহিরে এলে দর্শকগণ হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পবিত্র মূল্যবোধের আলোকে মানবকল্যাণমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করার প্রেরণা পায়।

মিলন মেলার সার্বিক শুভ কামনায়...

মহম্মদপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি

গ্রাম-নিমকবাড় ঃঃ পোস্ট- ইলাশপুর ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

"হারি জিতি নাহি লাজ"

মানুষের জন্য করতে চাই কাজ।- ইন্দিরা আবাস যোজনা, সহায় প্রকল্প, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প, জাতীয় সামাজিক সহয়াতা কর্মসূচীর অর্ন্তগত ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য জনিত অবসর ভাতা প্রকল্প, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প, জননী সুরক্ষা যোজনা প্রকল্পের সাথে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, সকলের জন্য শিক্ষা, সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী রূপায়ণে আমরা ব্যস্ত ও ব্রতী। সবারে করি আহ্বান-

কৃষ্ণচন্দ্র বেরা
উপ-প্রধান

নন্দিতা মণ্ডল
প্রধান

সকল সদস্য-সদস্যা ও কর্মচারীবৃন্দ

মিলন মেলার সার্বিক শুভ কামনায়...

কাকরা গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি

পোস্ট-কাকরা ❁ পূর্ব মেদিনীপুর

"হারি জিতি নাহি লাজ"

মানুষের জন্য করতে চাই কাজ।- ইন্দিরা আবাস যোজনা, সহায় প্রকল্প, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প, জাতীয় সামাজিক সহয়াতা কর্মসূচীর অর্ন্তগত ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য জনিত অবসর ভাতা প্রকল্প, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প, জননী সুরক্ষা যোজনা প্রকল্পের সাথে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, সকলের জন্য শিক্ষা, সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী রূপায়ণে আমরা ব্যস্ত ও ব্রতী। সবারে করি আহ্বান-

সেক মহম্মদ সেলিম
উপ-প্রধান

বর্ণিতা মাইতি (সাউ)
প্রধান

সকল সদস্য-সদস্যা ও কর্মচারীবৃন্দ

প্রথম প্রেম

■ যদুপতি মান্না, বাজকুল

কয়েক দিন আগের কথা। কোলকাতায় যাচ্ছি ছেলের কাছে। বাসে উঠে এগিয়ে যাচ্ছি সামনের দিকে। বাসের মধ্যে একটাই সিট ছিল তাও আবার এক ধারে এক বয়স্ক মহিলা বসে আছেন। দেখে মনে হল খুব অভিজাত বাড়ীর মহিলা। দুধে আলতা রং, মাথায় কাঁচা পাকা কোঁকড়ানো চুল, সিঁথিতে সিঁন্দুর, কপালে লালটিপ, হাতে শাঁখা, সোনার বালা, যেন দেখে মনে হচ্ছে দেবীদূর্গা। একবার চোখ ফিরে তাকালাম, যেন মনে হলো কোথায় দেখেছি। বাসের মধ্যে চিন্তা হচ্ছে কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছি না। আবার মনে হচ্ছে গায় গা লেগে গেল না তো। ভাবলাম অন্য কোথাও গিয়ে বসি, কিন্তু কোথাও আর সিট ছিল না। এই করতে করতে বাস কোলাঘাটের কমলা রেষ্টুরেন্টের কাছে এসে গেল। সকলেই চা, বাথরুম যাওয়ার জন্য নেমে যাচ্ছে, আমি বিনীতভাবে বললাম ম্যাডাম নামবেন উত্তরে ঘাড় নেড়ে না প্রকাশ করলেন। ব্যাগটা একটু দেখবেন আমি চা খেতে যাচ্ছি। সেটাও হাত নেড়ে সম্মতি জানালেন।

চা খাচ্ছি কিন্তু ছেলের কথা আর মনে নেই কখন যাবো কখন ফিরবো। শুধু একটাই কথা কোথায় যেন দেখেছি। এক কাপ চা নিয়ে বাসের দিকে এগিয়ে এলাম। জানালার ধারে এসে চায়ের কাপ এগিয়ে বললাম ম্যাডাম আপনার জন্য চা। কোন প্রতিবাদ না করেই চায়ের কাপ নিলেন। আমি সিটে বসলাম। বাস চলতে শুরু করলো। আর কৌতুহল চেপে রাখতে পারলাম না। ম্যাডাম কোথায় উঠেছেন? আস্তে বললেন হেঁড়িয়া। ও আমি তো এক সময় ওই স্কুলের ছাত্র ছিলাম, ওদিকে আমার অনেক বন্ধু আছে। তিন বছরে বোডিং-এ ছিলাম তো। একটা মেয়েকেও চিনতাম। তবে অনেক নিচু ক্লাসে পড়ত। ফ্রক পরতো। গায়ের রং ছিল দুধে আলতা। খুব ছটপটে ছিল। প্রতিদিন নূতন নূতন রিবন পরে আসত। আমার চোখে ছিল অত্যন্ত সুন্দরী। প্রতিদিন আমাদের বোডিং -এর কাছ দিয়ে স্কুল যেত। গেটে দাঁড়িয়ে একবার অন্তত চোখ বিনিময় হতো, তিন বছর ছাত্র জীবনে শুধু দেখেই গেছি, কখনো বলতে পারিনি।

এইভাবে চলে এলো স্কুল থেকে বিদায় নেবার পালা। যাওয়ার দিন এত করে খোঁজলাম কিন্তু কোথাও পেলাম না। কোথায় যেন হারিয়ে গেল। তারপর বাইরে চলে গেলাম পড়তে। তারপর চাকরি সূত্রে বাইরে ঘুরলাম। অনেক বছরের অনুপস্থিতিতে মন থেকে হারিয়ে গেল। কোন কিছু আর মনে নেই।

আমি চুপ করে আছি, শুধু তাকিয়ে আছি তার মুখের দিকে। অনেক পরে বলল আমিও আপনাদের বোর্ডিং-এ একটা ছেলেকে চিনতাম। ছিপ ছিপে লম্বা ফর্সা, চোখে চশমা, সুন্দর সুন্দর জামা পরতো, ভাল ভলি খেলতো। আমরা তার খেলা দেখার জন্য স্কুল ছুটির পর কলে জল আনতে যেতাম। মনে মনে তাকে ভালো লাগতো। বয়স কম ছিল তাই চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এখন আর সে সব মনে নেই। স্বামীর সঙ্গে চেন্নাইতে থাকি। স্বামী অবসর নিয়েছে। ছেলে চাকরী সূত্রে চেন্নাই থেকে কোলকাতা এসেছে। তার সংঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। কয়েক দিন বাবার বাড়ি এসেছি। আবার চলে যাবো চেন্নাই, হয়তো আর কোন দিন দেখা হবে না।আর চেপে রাখতে পারলাম না। সীমা তুমি! আমার হাত দুটো কাঁপছে। চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়েছে। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা।

সীমা তোমার হাত দুটো ধরবো। খুব নীরবে হাত দুটো আমার হাতের উপর রেখে বলল ভুলে যাও। আর কোন কথা বলতে পারলো না চোখ দিয়ে শুধু জল গড়িয়ে হাত দুটো ভিজে গেল। কয়েক সেকেণ্ড কেউ কিছু কথা বলতে পারছি না। মনে হচ্ছে পৃথিবীটা খুব ছোট হয়ে গেছে।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এক মূহূর্তের জন্য ছোট বেলার সেই স্মৃতি ফিরে পাবো ভাবতে পারিনি। বাস কখন ধর্মতলা এসে গেছে বুঝতেই পারলাম না। বাস থেকে সমস্ত যাত্রী নেমে তাও বুঝতে পারিনি। বাবু বাস এসে গেছে কন্ডাকটরের ডাকে বুঝতে পারলাম।

মিলন মেলার সার্বিক শুভ কামনায়...

গড়বাড়ী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতি

কিসমত বাজকুল ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর ঃঃ পিন-৭২১৬৫৫

এলাকার জনসাধারণের স্বার্থে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী গ্রাম পঞ্চায়েত উপহার দেওয়ায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ

আমাদের পঞ্চায়েতের লক্ষ্য ঃ

১। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও পরিক্ষিত পানীয় জলের যোগান প্রতিটি মানুষের জন্য সুনিশ্চিত করা।

২। কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাকে গণমুখী করা।

৩। প্রতিটি পরিবারকে ১০০ দিনের কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত করা।

৪। অসংগঠিত শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি ও ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্প রূপায়ণের উদ্যোগ নেওয়া।

৫। বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের দ্বারা সর্বস্তরে চাকুরীর সংস্থান সহ আর্থিক উপার্জনের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি।

৬। সমগ্র এলাকায় সামাজিক বনসৃজন ও গ্রাম পঞ্চায়েতটি নির্মল পঞ্চায়েত সম্মান অটুট রাখার জন্য গ্রাম উন্নয়ন কমিটি দ্বারা পরিচর্যা ও তরল ও কঠিন বর্জ্য পদার্থ সংরক্ষণ করে পঞ্চায়েতের দূষণ মুক্ত রাখার ব্যবস্থা।

৭। প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকায় রাস্তা-ঘাট উন্নয়ণ ও ব্যক্তিগত পুকুর সংস্কারের মাধ্যমে এলাকার স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি এবং সাধারণ মানুষের পরিষেবা দেওয়া।

৮। প্রাতিষ্ঠানিক স্বশক্তিকরণ অঞ্চল হিসাবে অগ্রগণ্য।

৯। ৮০ শতাংশ ঢালাই রাস্তা নির্মাণ হয়েছে বাকী পরিকল্পনা চলছে।

১০। নাজির বাজার হইতে বাণীতলা খাল পর্যন্ত হাইড্রেনেজ দ্বারা জল নিষ্কাশন প্রকল্প সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা চলছে।

১১। খানশামা পুকুর হইতে নরসিংহ মাইতি ক্যালভাট পর্যন্ত (বাণীতলা খাল) হাইড্রেনেজ দ্বারা তিত্তরখালী, পোড়াচিংড়া বাজকুল সংসদের জল নিষ্কাশনের পরিকল্পনা চলছে এবং হবে।

১২। S. H. G. মায়ের জন্য স্বনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সরকারের চিন্তাভাবনা অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রস্তুতি করণ।

১৩। বাজকুল বাজার কমপ্লেক্স করার চিন্তা চলছে।

১৪। বাজকুল, বাজার সহ, নাজির বাজার আর্বজনা ফেলানোর বাজার কমপ্লেক্স স্ট্যাগ প্রস্তুতি করার চেষ্টা চলছে।

১৫। সরকারী হাসপাতাল যাহাতে হয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে।

সুবলচন্দ্র সেন
উপ-প্রধান,
গড়বাড়ী-১গ্রাম পঞ্চায়েত

শ্রীমতী পার্বতী বিজুলী মাইতি
প্রধান,
গড়বাড়ী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

গড়বাড়ী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত সমস্ত সদস্য / সদস্যা ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য / সদস্যাবৃন্দ

মহীয়সী নিবেদিতা

■ মানসী জানা, প্রধান শিক্ষিকা
তেঠিবাড়ী সারদা শিশু বিদ্যামন্দির

আয়ারল্যাণ্ডের মার্গারেট
এলে তুমি ভারতভূমে -
স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্য নিবেদিতা রূপে।
প্রণাম তোমায় ওগো চন্দনে ও ধূপে।।
নিবেদিত প্রাণ তাই-নাম নিবেদিতা
মা সারদার 'খুকী' তুমি সর্বজনবিদিতা।
স্বামীজীর আহ্বানে
ভারতের জাগরণে।
সমর্পিলা নিজ প্রাণে।
মহামারী প্লেগ নিবারণে।।
নারীদের কী অসীম শক্তি
তারই দিলে পরিচয়।
বিদেশিনী বলতে তোমায়
তাই আজ ভয় হয়।।
প্রাণ দিয়ে তুমি ভালোবেসেছিলে
ভারতের ধূলিকণা
শিক্ষা প্রসারিলে নারীদের মনে
ঘুচালে প্রবঞ্চণা।।
স্বামীজীর বাণী করেছ লালন
'ওঠো জাগো' মন্ত্রে দেখেছ স্বপন।
জাগরণী বীজ করেছ বপন
সার্ধশতবর্ষে সঁপিনু মোদের
অন্তরতম মন।

যমুনা

■ শেখর পাল

যমুনা ভাদ্রের জলোচ্ছ্বাসে পাকা তাল হয়ে
পড়তে চাই তোমার বুকে
তোমার হৃদয় বীণার দোদুল্য কোলাহলে আমি,
ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তুমি নির্বিঘ্নে নির্দ্বিধায়
কিন্তু কোন কিছু না ভেবে
কত আনন্দ নতুন কোন কিছু সৃষ্টি হবে
তোমার প্রেমের উথালি ঢেউয়ে
দেহের ঘাম সোঁদা গন্ধ বয়ে নিয়ে যাবে একদিন
আসলকে খুঁজে পাবে
একদিন যাকে খুঁজতে দু'হাত বাড়িয়ে
তোমার আসনে বসাতে
সে আজ তোমার শুধু তোমার জন্য
সে সত্য কে গোপন করেছিল
তোমাকে পাওয়ার জন্য
সৎ উপায়ে সত্যের জয়ে
তোমার উপযুক্ত পাত্র হতে
সে দিন তুমি চিৎকার করে বলে উঠবে
যমুনার বুকে জমে থাকা সকল ঘৃণা
আবর্জনার স্তূপ সঁপে দিলাম
সবার সম্মুখে সাগরের বুকে
পার যদি প্রতিবাদ কর
জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিশেষ
সমাজ আমাকে বিদায় দাও
সাগরে যাই মিশে।

মিলন মেলার সার্বিক শুভ কামনায়...

বাসুদেববেড়িয়া ৮ নং গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতি

উদবাদাল ❁ পূর্ব মেদিনীপুর

আমাদের লক্ষ্য-

মা-মাটি মানুষের জন্য শান্তি, সুশাসন ও উন্নয়ন

এখন পর্যন্ত যা করতে পেরেছি

১। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সকলের জন্য পানীয় জলের সুব্যবস্থা।
২। প্রতিটি মৌজায় প্রতিটি বাড়ীতে বিদ্যুতায়ন -এর ব্যবস্থা।
৩। মহাত্মাগান্ধী জাতীয় কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করণ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ রাস্তার সামগ্রিক উন্নয়ন ও সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের বাস্তব রূপায়ণ। পুকুর ও জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে "জল ধরো জল ভরো" -এর বাস্তবায়ন। জব-কার্ডধারী পরিবারের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করা।
৪। প্রত্যেক মৌজায় কংক্রীটের রাস্তা উন্নতিকরন।
৫। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মিড-ডে মিলের সুষ্ঠু রূপায়ণ।
৬। প্রতিটি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের ব্যবস্থা।
৭। বাংলা আবাস যোজনায় গরীব মানুষের বাসগৃহ নির্মাণ।
৮। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমা যোজনার মাধ্যমে গরীব মানুষের সু-স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা।
৯। বয়স্ক মানুষের জন্য বার্ধক্যভাতা ও বিধবা মা-বোনেদের জন্য বিধবা ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
১০। অ-সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদান।
১১। ভূমিহীন ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের মাধ্যমে আমআদমি বীমা যোজনার বাস্তব রূপায়ণ।
১২। কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে বীজ ধান, সার ও ঔষধ প্রদানের ব্যবস্থা।
১৩। কৃষকদের জন্য কৃষান ক্রেডিট কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা।
১৪। গ্রুপের মাধ্যমে আনন্দ ধারা প্রকল্পের সম্যক রূপায়ণ।
১৫। গ্রুপের প্রত্যেক সদস্যদের ও তার পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসার ব্যবস্থা।

আসুন সবাই মিলে গান্ধীজীর স্বপ্নের পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুন্দর ভারত গড়ে তুলি।

অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা সহ -

শ্রী দীপঙ্কর খাটুয়া
উপ-প্রধান

শ্রী রাজকুমার কয়াল
প্রধান

বাসুদেববেড়িয়া ৮নং গ্রাম পঞ্চায়েত

রুপোলি ফসলের সন্ধানে

■ ডাঃ দেবাশিস সামন্ত

অন্ধকারে তারা গুনি।
ঢেউ এর শব্দ শুনি।
রুপোলি ফসলের সন্ধানে।
মন উড়ে যায় স্বপ্ন আহ্বানে।

ঢেউ আর ঢেউ দিয়ে
স্বপ্ন আর কষ্ট নিয়ে।
স্বপ্নকে নিয়ে আজ।
রুপোলি ফসলের স্বপ্ন সাজ।

হাঁপানি নিয়ে পিতা আছে ঘরে।
অকালে মাতা গেছে ঝরে।
একা প্রিয়া সন্তান নিয়ে আছে।
সংসার আছে আপনার কাছে।

ফিরতে ইচ্ছে করে।
পারি না তা স্বপন ঘোরে।
ঝড় বাদলে গাঙের পরে।
জীবন যেন জড়িয়ে ধরে।

তারারা ওই আকাশের গায়।
মেঘের সাথে লুটোপুটি খায়।
ঢেউ আর ঢেউ দিয়ে সুর দিয়ে যায়।
কখন বা ঝড় হয়ে যায়।

কখন ও রুপোলি ফসলের সন্ধানে।
অন্ধকার কেটে চাঁদ গলে গগণে।
ফিস ফিস করে প্রেম করে জোৎস্নার বাঁধনে।
ঈর্ষার কালো মেঘ ভ্রুকুটি হানে শাসনে।

বাইরে থেকে আসা হাস্নুহানার,
কামিনীর গন্ধ ছড়ায় সঙ্গে থাকা জোৎস্নার।
প্রিয়ার কোলে আমার পৃথিবী সন্তান।
সবাই ঘুমিয়ে আছে নিতে চায় সুঘ্রান।

তবুও জেগে থাকি।
ঘুমকে দিয়ে ফাঁকি।
রুপোলি ফসলের সন্ধানে
অনিশ্চিত জীবনে স্বপ্ন আহ্বানে।

গুড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত

নোনাবিরামপুর ঃঃ এক্তারপুর ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

গুড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত বাজকুল মিলন মেলা, ২০১৮ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে।

আমাদের অঙ্গীকার পূরাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে সদা সচেষ্ট ঃ-

১. গুড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শ্রেষ্ঠ পঞ্চায়েত হিসাবে তুলে ধরা।
২. স্ব-নির্ভর, স্বচ্ছ, সংবেদনশীল সুশাসন যুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে গ্রামবাসীকে উপহার দেওয়া।
৩. পঞ্চায়েতের সুফল সমস্ত পরিবার সহ প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
৪. আই. সি. ডি. এস., এস. এস. কে., এম. এস. কে., প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুল গুলিতে স্কুল ছুটের সংখ্যা কমানো সহ পঠন পাঠনের মানোন্নয়ণ ও নির্মল ভারত মিশনে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ দেওয়া।
৫. জননী সুরক্ষা, শিশুদের স্বাস্থ্য উন্নয়ন, টীকাকরণ কর্মসূচীর দ্বারা ও মাননীয় বিধায়ক অর্ধেন্দু মাইতি মহাশয়ের প্রদত্ত অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে এবং ডেঙ্গু, রুবেলা প্রভৃতি রোগ নিয়ন্ত্রণের সচেতনতার প্রচার দ্বারা জনস্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও উন্নত করা।
৬. বনসৃজন, পরিবেশ উন্নতিকরণ, বিশুদ্ধ পাণীয় জলের পরিষেবা, শৌচাগার, ঢালাই রাস্তা, বৈদ্যুতিকরণ সুনিশ্চিত করা ও কম্যুনিটি টয়লেট গড়ে নির্মল পরিবেশ গড়ে তোলা।
৭. MGNREGA -এর কাজে মহিলাদের আরও বেশী অংশগ্রহণে উদ্যোগী হওয়া ও সমাজ গঠনে মহিলাদের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন করা।
৮. স্বাস্থ্য সাথী, সমব্যথী সহ- সামাজিক সুরক্ষা এর মতো জনকল্যাণ প্রকল্পগুলি স্বচ্ছভাবে রূপায়ণ করা।
৯. PMY, Gitnjali প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ।
১০. গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত হিসেব GPMS এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা ও সমস্ত পরিষেবা Software এর দ্বারা সম্পন্ন করার আন্তরিক চেষ্টা।
১১. সুস্থ সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা।

রিন্টু রানা
উপ-প্রধান
গুড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত

তপন কুমার বর্মন
প্রধান
গুড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত

কবিতা দিবসে শপথ আমরণ

■ সহস্রাংশু দাস, শিক্ষক,
বাজকুল বলাইচন্দ্র বিদ্যাপীঠ (উঃমাঃ)

ডাক্তারের ডাকাতি মাস্টারের টিউশানি
ব্যবসায়ী রাহাজানি।
সরকারি কর্মচারি শাসক ধ্বজাধারি
প্রতিবাদে 'মাওবাদী'।
পুলিশ প্রশাসন অর্থ ও প্রহসন
সবেদোষী জনগণ।
শহিদের স্বার্থ ত্যাগ পরিত্যক্ত ছেঁড়া ব্যাগ
নিহত গোলাপ বাগ
সাম্প্রদায়িক সংঘাত ধর্মে কর্মে করাঘাত
ঐক্যের পক্ষাঘাত।
মিলনের মহামন্ত্র বিষে ভরা কূটমন্ত্র
বিজ্ঞাপনে নারী বিবস্ত্র।
পেনশানে টেনশান বেতনে বাড়ন্ত টান
বিধায়ক-সাংসদ ভাগ্যবান।
শিক্ষিত আজ ভবঘুরে স্বজন পোষণ বেড়ে চলে
চাকুরি শুধু স্বপ্নজালে।
বক্তৃতায় মুগ্ধ করে পূর্ণিমার পুলক ঝরে
নেতা-মন্ত্রীর ভুঁড়ি বাড়ে।
সরকারি সংস্কার পানশালে পরিস্কার
নেই কোন প্রতিকার।
কলঙ্কের কষাঘাত বেকারত্বে বাজিমাত
উন্নয়ণে পক্ষপাত।
শাসক বিরোধী সংসদে হাতাহাতি
গোপনেতে ভাগাভাগি।
সমাজের সুমতি বিচারালয়ের বিচারপতি
রায়দানে রাজনীতি।
সরকারি লাল-বাতি হানিমুনে ছেলে-নাতি
দেশের একি অগ্রগতি?
নয় বারুদের বিস্ফোরণ কবিতাই জাগরণ
কবিতা দিবসে শপথ আমরণ।।

প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনসহ—

ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

জনগণের প্রতি আবেদন

১। গ্রাম পঞ্চায়েতের গৃহ ও ভূমি কর নির্দিষ্ট সময়ে জমা করুণ।

২। ট্রেড লাইসেন্স প্রতি বছর পুনর্ণবীকরণ করুণ।

৩। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শিশু জন্মগ্রহণ করলে বা কেউ মৃত্যুবরণ করলে ২১ দিনের মধ্যে সাব সেন্টারে নাম লেখান ও সঠিক তথ্য দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত হইতে জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র সংগ্রহ করুণ।

৪। গর্ভবতী মা ও শিশুর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়মিত টীকাকরণ করান।

৫। বাড়িতে নয় সরকারী বা বেসরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে বাচ্চা প্রসব করান।

৬। প্রতিটি ষান্মাসিক ও বাৎসরিক গ্রাম সংসদ সভায় উপস্থিত থেকে আপনার মতামত প্রদান করুন ও আপনার এলাকায় উন্নয়নে সহায্য করুন।

৭। ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত, তাই আপনার এলাকাকে মুক্তাঞ্চলে শৌচমুক্ত রাখা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েতের গর্বকে অক্ষুণ্ণ রাখা আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৮। আপনার এলাকায় প্রতিটি রাস্তা নলকূপ সহ সকল সম্পদ, আপনার সম্পদ, একে রক্ষা করা আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৯। গ্রাম পঞ্চায়েত হইতে তৈরি সকল সাবমার্সিবল পাম্পের কমিটি গঠন করুন ও বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করুন। বিদ্যুৎ চুরি করা আইনগতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ।

১০। ১০০ দিনের কাজের যুক্ত অদক্ষ শ্রমিকের জবকার্ডের সঙ্গে আধার ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর বাধ্যতামূলক।

১১। গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নের গতিকে স্বচ্ছতার সহিত ত্বরান্বিত করুন।

ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অঙ্গীকার

১। প্রতিটি পরিবারকে বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রদান। ২। প্রতিটি পরিবারে শৌচাগারের অঙ্গীকার।

৩। প্রতিটি রাস্তা ঢালাই -এর অঙ্গীকার। ৪। PMAY নথীভুক্ত পরিবারকে গৃহ প্রদান।

৫। প্রতিটি মানুষকে পঞ্চায়েত অফিস থেকে সুষ্ঠ পরিষেবা ও তথ্য প্রদান। ৬। মানুষকে ন্যায় প্রদান।

৭। প্রতিটি মানুষকে সংসদমুখী করে তোলা।

এই পঞ্চায়েত আপনার।
আপনার চিন্তা ভাবনায়
আপনার মানব সম্পদের সাহায্যে
সমৃদ্ধ হোক এই পঞ্চায়েত।
এই পঞ্চায়েত এলাকায় উন্নয়ন
আপনিই করবেন।
।। পঞ্চায়েত শুধুমাত্র সাহায্য করবে ।।

উমা ভূঞ্যা	অশেষ পড়িয়া	সেক রেজাক
উপ-প্রধান	*নির্বাহী সহায়ক*	*প্রধান*
ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত	ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত	ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

চিঠি

■ অঞ্জলি সামন্ত দাস, প্রধান শিক্ষিকা,
রামকৃষ্ণ আশ্রম স্কুল

দিবস, আমি তো ভালো নেই,
তুমি ভালো আছো তো?
কি করে তোমায় জানাবো
কোন ঠিকানায় চিঠি দেব!
এখানে, এখনো ক্ষয়িষ্ণু সমাজ,
চাপা কান্না ঘরে ঘরে
মুষ্ঠিবদ্ধ হাত গুলি
প্রতিবাদ করতে করতে শিথিল।
প্রেম নেই, গান নেই, বিশ্বাস নেই।
নেইর তালিকা বড় দীর্ঘ।
রেষা-রেষির ভীড়ে, শুধু আমি নয়।
আরো অনেকে বিষন্ন ক্লান্ত।
শুধুই হীম শীতল বায়ুর দাপাদাপী
বসন্ত বুঝি শতাব্দীর ওপারে।
ক্ষমতার আস্ফালন আর পাহাড় প্রমাণ লোভ
এখানে কেউ আর স্বপ্ন দেখেনা
আশায় আশায় বুক বাঁধে না
প্রতিনিয়ত আতঙ্ক, অস্থিরতার হানাদারি।
আনাচে কানাচে অলিতে গলিতে
জমাট গভীর অন্ধকার-
সত্যের বীজ বোনার সাহস অস্তমিত।

স্কুল জীবন

■ অমৃতা মাইতি (প্রথম শ্রেণি)
তেঠিবাড়ী সারদা শিশু বিদ্যামন্দির

যখন আর্মি ভর্ত্তি হলাম
মা সারদা স্কুলে,
তখন ছিলাম খুবই ছোট
পড়তাম মন খুলে।
পড়তে পড়তে দিন চলে যায়
শিখেছি অনেক কিছু,
উঁচু ক্লাসে উঠি যত
চাপ ছাড়ে না পিছু
উচ্চশিক্ষার জন্য মোরা
সবাই যাবো চলে,
তাই বলে কি স্কুল জীবনের
স্মৃতি যাবো ভুলে?

কামারদা গ্রাম পঞ্চায়েত

খেজুরী-১ পঞ্চায়েত সমিতি
পোস্ট-কামারদা বাজার, থানা-খেজুরী, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর
ফোন নং- ০৩২২০-২৮০০৩১

আমাদের লক্ষ্য ঃ

- কামারদা গ্রাম পঞ্চায়েত পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শ্রেষ্ঠ গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবে তুলে ধরা।
- কৃষি ও সেচব্যবস্থাকে গণমুখী করা।
- খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান বিষয়ে সুনিশ্চিত করণ।
- শিল্পকে প্রধান্য দেওয়া।
- পঞ্চায়েত-এর সুফল যাহাতে প্রতিটি পরিবারে পৌঁছায় তার জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখা।
- নির্মল গ্রাম হিসাবে রাষ্ট্রপতি পুরষ্কারের মর্যাদাকে রক্ষা করা।
- বনসৃজন, মোরামীকরণ, বিশুদ্ধ পাণীয় জলের পরিষেবা, ঢালাই, রাস্তা, বৈদ্যুতিকরনের সুনিশ্চিত করণ।
- এলাকায় স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- প্রচলিত অসুখগুলি প্রতিরোধ করা ও টীকাকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং মা ও শিশুর পুষ্টি সহ জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি উন্নয়নের উদ্যোগ।
- স্থানীয় হাট-বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ICDS, SSK, MSK সহ বিভিন্ন সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ।
- প্রতিটি পরিবারকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভরশীল করে তোলার লক্ষ্যে সেল্ফহেল্প গ্রুপ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- প্রতিটি শিশুর শিক্ষাদান, স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য চিকাকরণের কর্মসূচি গ্রহণ।
- প্রতি জবকার্ড হোল্ডারদের কমপক্ষে বছরে ৯০ দিন কাজ দেওয়ার সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করা।
- এই মুহূর্তে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত পেপারলেস গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে চিহ্নিত।
- গ্রাম পঞ্চায়েত সমস্ত হিসেব ও কাজকর্ম জি.পি.এম.এস -এর মাধ্যমে করা হয়। এই মুহূর্তে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত স্বশক্তিকরণ (ISGP) গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে চিহ্নিত হইয়াছে।
- মহিমাময়ী জননেত্রী মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দোপাধ্যায় ঘোষিত কন্যাশ্রী, যুবশ্রীসহ সমস্ত জনকল্যাণকর প্রকল্পগুলি স্বচ্ছভাবে রূপায়ণে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- ২০১৬-১৭ আর্থিক বর্ষে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল হইতে ১৭ জন BPL হীন দরিদ্র ব্যক্তিকে ৪০০ টাকা (চারশত টাকা) করে বার্ধক্যভাতা প্রদান করা হয়েছে।
- এই বৎসর কামারদা গ্রাম পঞ্চায়েত নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।
- বিনা পয়সায় চক্ষু পরীক্ষা ও অপারেশন শিবির।

আপনাদের সহযোগিতায় আমরা সফল হবই।

অভিনন্দনসহ

বিশ্বনাথ মালিক	রাজশ্রী গিরি
উপ-প্রধান	প্রধান

মিলন মেলার সাফল্য কামনায়—

কাঁথি পৌরসভা

কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪০১

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের প্রয়াসের লক্ষ্যে অঙ্গীকার ও সাফল্যের অনন্য নজির, কাঁথি পৌরসভা।

বর্তমান পৌর বোর্ডের চলতি প্রকল্প সমূহ-

- প্রতিটি বাড়ীতে পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ পুর্নোদ্যমে এগিয়ে চলেছে।
- কাঁথি পৌর এলাকার বৈদ্যুতিকরণের কাজ ও পৃথক বাস, ট্যাক্সি, ট্রাক টার্মিনারের কাজ শেষ পর্যায়ে।
- শহরের মধ্যস্থলে এবং মেছেদা রাস্তায় অত্যাধুনিক অফিস কাম শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে।
- পৌর বাজারগুলির আধুনিকীকরণ ও পৌর এলাকা সুসজ্জিত করণের কাজ শেষ পর্যায়ে।
- দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলিতে শৌচাগার নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ।
- দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ।
- স্বাস্থ্য, পরিষেবা, সহ মাতৃসদন নির্মাণের কাজ চলছে।
- পোলিও, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিষেধকের টীকাকরণ কর্মসূচী চলছে। বার্দ্ধক্যভাতা, বিকলাঙ্গভাতা প্রদানের প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে চলেছে।
- জলনিকাশী সহ ড্রেনেজ ব্যবস্থায় অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
- দূষণমুক্ত এলাকা গড়ে তুলতে অত্যাধুনিক প্রক্রিয়া প্রচলন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- শহরের মধ্যে রিক্সা চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধিত রিক্সা ভাড়া চালু হয়েছে।
- শহরের দূষণমুক্ত করতে পলিথিন প্যাক ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

বোর্ড অফ কাউন্সিলারের পক্ষে-

শ্রী সৌমেন্দু অধিকারী

পৌর প্রধান, কাঁথি পৌরসভা

ফোন-(০৩২২০) ২৫৫০১৭/২৫৭৩৭৭

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

যুব কল্যাণ বিভাগ পরিচালিত

যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বাজকুল বাজকুল রেল লাইনের দিকে সেন্ট্রালব্যাঙ্কের উপরে Ph. No.-03220-274835 9434453224

পালপাড়া পালপাড়া কলেজ গেটের বিপরীতে Ph. No.-9735608793

সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকার পরিচালিত একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

IT,FA, DTP, HARDWARE, INTERNET, MULTIMEDIA প্রভৃতির CERTIFICATE ও DIPLOMA কোর্সে ভর্তি চলিতেছে।

With Best Complements from -

10 years of Academic Excellence.....

KADAMBINI WOMEN'S COLLEGE OF EDUCATION

(Under Dr. T.K. Bera Educational & Research Foundation)

Courses Offered :-

1. *Recognized by NCTE,Affiliated to W.B.U.T.T.E.P.A & W.B.B.P.E*

Courses :

i) B.Ed. - 2 Yrs.
ii) D.El.Ed. - 2 Yrs.
iii) B.A. / B.Sc. - B.Ed. - 4 Yrs. Integrated Course.

2. *Vidyasagar Technological Institute of Physical Education & Sports*
(Affiliated to Tamilnadu Phy. Edu. & Sports University)

Courses :

i) B.Sc. (Yoga & Naturapathy) - 3 Yrs.
ii) M.Sc. (Yoga & Naturapathy) - 2 Yrs.
iii) M.B.A, M. Phil, Ph.D. (Sports)
iv) P.G. Dip. in (Yoga & Naturapathy)
v) Sports Management (Diploma)
vi) Physiotherapy (Diploma)
vii) Sports Journalism
viii) Yoga (Diploma)

Contact Details

Garhbari, Nazir Bazar, Purba Medinipur, West Bengal-721655,
Email: kadambinicollege@rediffmail.com,
Contact No. : 03220 274003, 9434161428, 7602512769

মিলন মেলার সাফল্য কামনায়

জয়তু সমবায়

মধুসূদনচক্ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

মধুসূদনচক, পূর্ব মেদিনীপুর

আমাদের সমিতির অন্যতম বৈশিষ্ট

- রাজ্য সরকারের ঘোষিত প্রকল্পে রাজ্যের প্রান্তিক চাষীদের নিকট হইতে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা হয়।
- সমবায়ের মাধ্যমে কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, মৎসজীবি ও মহিলাদের স্ব-সহায়ক দলকে সহজ কিস্তিতে ঋণদানের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।
- সেভিংস অ্যাকাউন্ট, রেকারিং ডিপোজিট ও ফিক্সড ডিপোডিটের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকাশের ব্যবস্থা আছে।
- C.S.P পরিষেবা দেওয়া হয়।

আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করি।

ডাঃ বিশেশ্বর মান্না	নির্মলেন্দু বেরা	সুজিত কুমার বেরা
সভাপতি	*ম্যানেজার*	*সম্পাদক*

মিলন মেলার শুভেচ্ছায়

সঠিক রোগ নির্ণয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

মাইতি প্যাথলজি
মা সারদা এক্স-রে ক্লিনিক এণ্ড ল্যাবরেটরী

বাজকুল (এগরা রোড) ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

কাজলাগড় হাসপিটালের সহিত সংযুক্ত

আমাদের পরিষেবা

● এক্স-রে (100mm) ● প্যাথলজি, ● কম্পিউটারাইজ্ ● E.C.G
● ডাঃ চেম্বার ● অর্থোপেডিক্স সামগ্রী ● ফিজিওথেরাপি
● রক্ত, মল, মূত্র, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা করা হয়।

যাঁরা চেম্বার করছেন-

ডাঃ ডি. সামন্ত
D.L.O., D-Ortho, MS-Ortho (PGT)
নাক, কান, গলা ও অস্থি রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জেন
প্রতি শনিবার ও রবিবার সকাল

ডাঃ আর. কে. মাজি
M.D.
যৌন ও চর্ম রোগ বিশেষজ্ঞ
প্রতি রবিবার সকাল ৮ টা থেকে

ডাঃ অনিমেষ বেরা
M.B.B.S.
সোম- শুক্র ঃ সকাল ১০ থেকে ১২.৩০
শনি-রবি ঃ সকাল ৮ থেকে ১০.৩০

ডিজিট্যাল এক্স-রে

ভগিনী নিবেদিতা

■ অপর্না মাইতি, কাঁথি

তুমি আইরিশবাসী, নও ভারতীয়
তুমি আদর্শ শিক্ষিকা, সমাজসেবী,
আরও কত শত উপমা তোমার,
তুমি মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল
আইরিশবাসীদের কাছে....
অধ্যাপক পিতার কাছে পেয়েছো
আদর্শ শিক্ষা মানুষের সেবা করা,
মানব সেবাই ঈশ্বর সেবা
১৮৯৫ সালে পেয়েছিলে সাক্ষাৎ
সেই মহান ব্যক্তির, যিনি
সবার আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ।
অনুপ্রাণিত হয়েছিলে তুমি তার বক্তৃতায়,
১৮৯৮ তে তোমার আগমন হল
সুদূর আইরিশ থেকে ভারতের কলকাতায়
ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করলে তুমি
বিবেকানন্দ দিলেন তোমায় নিবেদিতা নাম।
নিবেদিতা যার অর্থ হল ভগবানের জন্য উৎসর্গ
তুমি ক্যালকাটা বাসী নয় শুধু
সারা ভারতবাসির কাছে হলে নিবেদিতা।
তোমার চিন্তা ভাবনায় ছিল সমস্ত নারী।
তাই তুমি মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত
করেছিলে বালিকা বিদ্যালয়,
ক্যালকাটার বাগবাজার এলাকায়।
তুমি করেছো সেবা দুঃস্থদের বিনামূল্যে,
দিয়েছো নতুন প্রাণ তাদের।
ওতোপ্রতোভাবে আছো জড়িয়ে
রামকৃষ্ণ মিশন-এর সাথে,
বিবেকানন্দের বাণী করেছিলো প্রভাবিত তোমায়,
তাই তুমি বেছেছিলে ভারতকে
কর্মক্ষেত্রস্থল হিসেবে।
তুমি একজন অসাধারণ লেখিকা।
তোমার লেখা মুগ্ধ করায় সবাইকে।
এতগুণ একসাথে তোমার।
রবিঠাকুর তোমায় দিলেন লোকমাতা অ্যাখ্যা।
জীবনের শেষ পর্বে তুমি জড়িয়ে পড়েছিলে
স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে,
এত পরিশ্রম হল না সহ্য,
ভারতের এই গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়ায়
তাই অসুস্থ পড়লে তুমি।
হাওয়া বদলের জন্যে গেলে
দার্জিলিং জগদীশচন্দ্রবসু ও তাঁর স্ত্রীর সাথে
পারলেনা রক্ষা করতে নিজেকে।
তাই দার্জিলিং-এর মাটিতে করলে
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ
মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে।
তুমি রইলে স্মরণীয় দেশবাসীর মনে।।

ভগবানপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি

পোস্ট- কাজলাগড় ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

- জনগণের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মচারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দারিদ্র দূরীকরণ ও ধারাবাহিক শিক্ষার কর্মসূচী।
- শিশুশিক্ষার কর্মসূচী
- মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কর্মসূচী।
- সার্বিক স্বাস্থ্য বিধান কর্মসূচী এবং এন.আর.ই.জি.এস সহ প্রচুর উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সফল রূপায়নে আমরা নিরলস ব্রতী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

একই সঙ্গে মিলন মেলা ও প্রদর্শণীর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

শ্রী পঙ্কজ কোনার	শ্রীমতী ঝর্ণা বাড়ই	শ্রী প্রণব কুমার মাইতি
নির্বাহী আধিকারিক	*সহ-সভাপতি*	*সভাপতি*

তথাগত

■ মলয় পাহাড়ী, শিক্ষক,
কশাড়িয়া হাইস্কুল

গৃধ্রকূট পাহাড়ে সঙ্গীদের নিয়ে কঠোর তপস্যা করেছি
কাঁটার শয্যা পেতে শুয়েছি রাতভর
গাছের ছালমাত্র জড়িয়ে ঠায় দাঁড়িয়েছি রোদ্দুরে
শ্যামাক ঘাস, গোবর খেয়ে, তবু জানতে
চেয়েছি জগতে দুঃখের কারণ।
ত্যাগের কৈলাস ছুঁতে
ত্রিপর্ণা, দ্বিপর্ণা, একপর্ণাও প্রায় অলৌকিক
অপর্ণা জন্মের মতো, একটি মাত্র
তিলের দানা খেয়ে খুঁজেছি মোক্ষ।
কৃষ শরীর যখন গিরগিটির মত শুকনো ও খসখসে
নৈরঞ্জনা নদীর ঘাটে সুজাতা এলেন একদিন
সেই সাধারণ গ্রাম্য বধূর শীতল পল্লবে ঢাকা আঁখিতে
সযত্নে সঞ্চিত ছিল চির প্রশান্তি, নিরঙ্কুশ স্নেহ।
সে মুহূর্তেই আমি বোধিত্ব প্রাপ্তির পথ পেলাম
শুরু হল বাটিভর্তি পরমান্নের জন্য অপেক্ষা।

দেবী সারদামনি

■ মহুয়া জানা, শিক্ষিকা,
চিঙ্গুরদুনিয়া মডেল হাইস্কুল

রামচন্দ্র মুখুজ্জে ধামে, জয়রামবাটী গ্রামে
জনম লভিলে মাগো দেবী সারদামনি,
বয়ে যায় আলোক বন্যা, সংসারের জ্যেষ্ঠ কন্যা
সারদা রূপিনী মাগো, কল্যান দায়িনী
১২৬০ সাল পোষ মাসের শীতকাল
ধরায় আসিলে মাগো দেবী সারদামনি
সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, ছড়ালে আলোর জ্যোতি।
আর্বিভূতা হলে মাগো ভুবন মোহিনী।
তব দয়া দান তাতে, বিনা লোভে বিনা স্বার্থে,
পবিত্রতার আধার তুমি মা জননী।
রামকৃষ্ণ তব স্বামী, পরমহংস অন্তর্যামী
তার পত্নী মাগো তুমি দেবী সারদামনি
মানুষকে ভালোবেসে, আপন গুণের বশে,
স্বামী দেবতার পাশে পাতিলে মা নিজ আসনখানি।

মিলন মেলার শুভেচ্ছায়

খেজুরী-১ পঞ্চায়েত সমিতি

পূর্ব মেদিনীপুর

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দোপাধ্যায়-এর স্বপ্নকে সফল করতে, খেজুরী-১ পঞ্চায়েত সমিতির অর্ন্তগত প্রত্যেকটি ঘরে উন্নয়নের ছোঁয়া পৌছে দিতে, সকল মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নত করতে, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে তপশিলী জাতি, উপজাতি, অনগ্রসর সম্প্রদায় ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের কল্যাণার্থে ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে জনগণের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মচারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সকল প্রকার প্রকল্পগুলির সফল রূপায়ণে আমরা নিরলস ব্রতী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নিরপেক্ষতা আমাদের বীজমন্ত্র।

- সর্বশিক্ষা অভিযানের সফল রূপায়ণের মাধ্যমে প্রতিটি শিশুকে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসা।
- সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বাস্থ্য-সচেতনতার মান বৃদ্ধি করা।
- সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।
- দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী গৃহহীনদের গৃহনির্মাণ প্রকল্পের ও ভূমিহীনদের "নিজগৃহে নিজবাস" প্রকল্পের সফল রূপায়ণ।
- কৃষিজীবি মানুষদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, কৃষির উন্নয়ন ও গুচ্ছ বীমা প্রকল্প গ্রহণ।
- বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট ও পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।
- ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সের ছাত্রীদের জন্য 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের সফল রূপায়ণ করা।
- মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ার স্বপ্নের 'যুবশ্রী' প্রকল্পকে সফলতা দান করা।
- স্ব-সহায়ক দলগুলিকে আরো বেশী স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে পৌছে দেওয়া।
- দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও গতিশীল পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে নাগরিকদের সুষ্ঠু পরিষেবা প্রদান করা।

সুদীপ্ত রায়	শ্রাবণী মাইতি	শংকর বাগ
নির্বাহী আধিকারিক	*সভাপতি*	*সহ-সভাপতি*

মিলন মেলার শুভেচ্ছায়

দীপ্তা স্টোর্স

ভূষিমাল

ষ্টেসনারী

বিঃ দ্রঃ-পতঞ্জলীর সমস্ত প্রোডাক্ট পাওয়া যায়।

দীপ্তা গ্যাস সার্ভিস সেন্টার

এখানে গ্যাসের সমস্ত রকম পার্টস
পাওয়া যায় এবং গ্যাস ওভেন
সার্ভিসিং করা হয়।

বাজকুল (এগরা রোড) ❁ পূর্ব মেদিনীপুর

M-9609180012

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জরুরি ফোন নম্বর

পুলিশ সুপার	০৩২২৮ ২৬৯ ৫৮০
অতিরিক্ত পুলিস সপার (হেডকোয়ার্টার)	০৩২২৮ ২৬৯ ৭৬৩
তমলুক মহকুমা পুলিশ আধিকারিক	০৩২২৮ ২৬৬ ০৬৩
সিআই তমলুক	০৩২২৮ ২৬৬ ০৬১
সিআই নন্দকুমার	০৩২২৮ ২৭৫ ২৫৫
তমলুক থানা	০৩২২৮ ২৭০ ১৩৫
কোলাঘাট থানা	০৩২২৮ ২৫০ ৪৮৮
কোলাঘাট বিট	০৩২২৮ ২৫৬ ২৪৫
নন্দকুমার থানা	০৩২২৮ ২৭৫ ২৪৩
পাঁশকুড়া থানা	০৩২২৮ ২৫২ ২৬৬
ময়না থানা	০৩২২৮ ২৬০ ২৪৪
চণ্ডীপুর থানা	০৩২২৪ - ২৭২ ২৩৭
হলদিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার	০৩২২৪- ২৭৮ ১১৬
মহকুমা পুলিশ আধিকারিক	২৭৮ ১০৯
সিআই মহিষাদল	২৪০ ২৪২
হলদিয়া থানা	২৫১ ১১২
ভবানিপুর থানা	২৪০ ১১৩
দুর্গাচক থানা	২৫১ ১১১
মহিষাদল থানা	২৪০ ২৩৭
নন্দীগ্রাম থানা	২৩২ ৫৫১
সুতাহাট	২৮১ ৩৪৪
হলদিয়া কোস্টাল থানা	২৬৭ ৭৭৫
মহকুমা পুলিস আধিকারিক	০৩২২০-২৪৫ ২৪৮
সিআই এগরা	২৪৪ ২৫৮
এগরা থানা	২৪৪ ২২১
ভগবানপুর থানা	২৪২ ২৪৩
পটাশপুর থানা	২৭২ ৩৩৫
কাঁথির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার	০৩২২০-২৫৬ ৫৭৩
মহকুমা পুলিশ আধিকারিক	২৫৪ ৪২৫
সিআই ভূপতিনগর	২৭৬ ৩৬৬
সি আই কাঁথি	২৬৭ ০০১
দীঘা থানা	২৬৬ ২২২
মন্দারমনি কোস্টাল থানা	২৬৬ ১২৩
রামনগর থানা	২৬৪ ২৪৯
মারিশদা	২৫০ ৪২৬
ভূপতিনগর	২৭০ ২৩৯
খেজুরি	২৮২ ০০২
কাঁথি মহিলা থানা	২৫৭ ১০০
জুনপুট কোস্টাল থানা	২১৭ ০১৫
তালপাটি কোস্টাল থানা	২১৭ ০১৪
তমলুক দমকল	০৩২২৮ ২৭০ ৪০৫
কাঁথি দমকল	০৩২২৮ ২৫৫ ২০০

মিলন মেলার সাফল্য কামনায়

ফোন-(০৩২২০) ২৭৪ ৫৭৪

অ্যাপারেল

পুরুষ ও মহিলাদের অত্যাধুনিক
অভিজাত রুচিসম্মত পোষাকের
বিপুল সম্ভার

বাজকুল

তেঠিবাড়ী
রেল গেটের কাছে
হিরো শো-রুমের
দ্বিতলে

ফিরে দেখা-২০১৭

ফিরে দেখা-২০১৭

ফিরে দেখা-২০১৭

মিলন মেলার সাফল্য কামনায়

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতায় ৫০ বছরের ধারাবাহিকতা-

কন্টাই কার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিঃ নং-10 CONT/Dt-01.02.1967 ● রেজিঃ হেড অফিস ও পোস্ট ঃ কন্টাই, পূর্ব মেদিনীপুর

দূরাভাষ ঃ ০৩২২০-২৫৫১৮৪/২৫৭০৫৩/২৫৭৯৪৭ ● ই-মেল contaicardbltd@gmail.com ● Web : ccardbltd.com

কৃষি, অকৃষি ও পাওয়ার টিলার / ট্রাক্টর লোন

হাউস বিল্ডিং লোন

লকার ফেসিলিটি (শুধুমাত্র কাঁথি শাখাতে)

গো-পালন, ছাগল চাষ ও মাছ চাষ লোন

গোল্ড লোন (শুধুমাত্র কাঁথি শাখাতে)

শাখা অফিস ঃ কাঁথি-(০৩২২০) ২৫৫১৫৮, এগরা- (০৩২২০)২৮৮২৪৭, হেঁড়িয়া-(০৩২২০) ২৭৬২২৬, পটাশপুর-(০৩২২০) ২৪২২০৩, রামনগর-(০৩২২০) ২৬৪৩৭৭, ভগবানপুর-(০৩২২০) ২৭২৫৬৯, বাজকুল (সান্ধ্য) (০৩২২০)২৭৪৮৫৫

এছাড়াও পুকুর খোঁড়া, পান বরোজ, গাড়ী লোন ইত্যাদি এবং বিশদ জানতে আজই নিকটবর্তী শাখায় যোগাযোগ করুন।

● নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্ক ● স্বল্প সুদ ● দীর্ঘ মেয়াদী লোন ● স্বল্প সময় বিনিয়োগ ● স্বল্প নথিতে অধিক পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার বন্ধকী লোন

তারকনাথ ভট্টাচার্য্য (মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক)

শুভেন্দু অধিকারী (সভাপতি)

মিলন মেলার সাফল্য কামনায়...

মুগবেড়িয়া সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ মুগবেড়িয়া, পূর্ব মেদিনীপুর
দূরভাষ ঃ (০৩২২০) ২৭০২২২/২৭০২২৩/২৭০৭১৫/২৭০৬৫৭/২৭০৮৭৫
ফ্যাক্স ঃ (০৩২২০) ২৭০ ৭১৬, ই-মেল ঃ *mugberiaccb@yahoo.com*
ওয়েবসাইট ঃ *www.mugberiaccbank.com*

আমাদের পরিষেবা

- সকল শাখায় **C.B.S.** পরিষেবা।
- **NEFT/RTGS**-এর সুবিধা।
- আমানতের উপর সর্ব্বোচ্চ সুদ প্রদান।
- ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমানত বীমা দ্বারা সুরক্ষিত।
- সহজ শর্তে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণের সুবিধা।
- সমস্ত শাখায় লকারের সুব্যবস্থা আছে।
- **CTS-2010** চেকের সুবিধা।
- কিছুদিনের মধ্যে **ATM** পরিষেবা চালু।

Net Banking-এর সুবিধা

আপনাদের সেবায় আমাদের শাখাসমূহ

প্রধান শাখা, মুগবেড়িয়া-	(০৩২২০) ২৭০২২৪	জনকা শাখা-	(০৩২২০) ২৮২২৭৫
কাঁথি শাখা-	(০২২০) ২৫৫০৫৩	মাধাখালি (সান্ধ্য) শাখা-	(০৩২২০) ২৭০৫৩৫
কলাগেচ্ছিয়া শাখা-	(০৩২২০) ২৮০০৭৭	হেঁড়িয়া শাখা-	(০৩২২০) ২৭৬৩৮৮
ভগবানপুর শাখা-	(০৩২২০) ২৭২২২২	কাঁথি (প্রাতঃ / সান্ধ্য) শাখা-	(০৩২২০) ২৫৯৬০৩
বাজকুল শাখা-	(০৩২২০) ২৭৪২৫৭	ভগবানপুর (সান্ধ্য) শাখা-	(০৩২২০) ২৭২০০৪
ইটাবেড়িয়া শাখা-	(০৩২২০) ২৭৭০২১	রামনগর শাখা-	(০৩২২০) ২৬৫২২২

সমবায়ী অভিনন্দনসহ-

শ্রী বাসুদেব কর	শ্রী নিতাই ভূঞ্যা	শ্রী অর্দ্ধেন্দু মাইতি, বিধায়ক
মহাপ্রবন্ধক	ভাই-চেয়ারম্যান	চেয়ারম্যান